নিত্যলীলা।

বা

উদ্ধব-সংবাদ।

(ধ র্ম্ম মূ ল ক না টক)

এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনয়ার্থ

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত।

"Thus let me hold thee to my heart,
And every care resign;
And shall we never, never part,
My life,—my all that's mine?
"No, never from this hour to part,
We'll live and love so true;
The sigh that rends thy constant heart,
Shall break thy Edwin's too."
OLIVER GOLDSMITH.

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য (শ্রীকৃষ্ণঃ) পাদমেকং ন গচ্ছতি।"

CALCUTTA.
PUBLISHED BY MESSRS BISWAS & SONS,
NATIONAL LIBRARY,
No. 70, College Street.

২ নং নবাবদি ওস্তাগরের লেন,
ইংরাজী-সংস্কৃত যন্ত্রে
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৮ সাল।

উপহার।

বৈষ্ণবচূড়ামণি

শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ

মহাশয়েষু।

মহাত্মন!

পরম সাধক বিবেচনায় আমার সাধনের ধন এই ভগবান-চন্দ্রের লীলাকাহিনী আপনার হস্তে তুলিয়া দিলাম। ইতি

সন ১২৯৮ সাল ১০ই আশ্বিন।

অবনত

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।	স্ত্রীগণ।
জরাসন্ধ	অস্তি।
সহদেব	প্রাপ্তি।
বিল্বদেব	দেবকী।
লম্বোদর	রোহিণী।
ঐ পুত্র	যশোদা।
নন্দ	পৌর্ণমাসী।
উপানন্দ	রাধিকা।
উগ্রসেন	বৃন্দা।
বসুদেব	ললিতা।
শ্রীকৃষ্ণ	বিশাখা।
বলরাম	চিত্রা।
অক্রূর	কাত্যায়নী।
উদ্ধব	গোপিনীগণ।
শ্রীদাম	
সুদাম	
সুবল	

জরাসন্ধের বালক ভৃত্য, মগধদূত, মগধ সৈন্য, মথুরা সৈন্য, ভেরী-বাদক, এক জন রাখাল।

নিত্যলীলা।

(আর্য্যধর্ম্ম মূলক নাটক)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মথুরা—গিরিব্রজ।

জরাসন্ধের অস্ত্রাগার।

(জরাসন্ধকে দুই তিন জন বালক ভৃত্যের সাজ আঁটিয়া দেওন)।

১ম ভৃত্য। দেখ দেব দেখ দেখ দিন বুঝি যায়।

জরাসন্ধ। উহুঃ দিন্ কোথা—যুগ চলে যায়, হায়
মুহূর্ত্ত না কাটে আর, রাজ্য কারাগার,
সিংহাসন শৃঙ্খল আমার, রুদ্ধ কোরে
রেখেছেরে, ভেঙ্গে দেরে, ছুটে যাই আমি
বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে, অতি দূরে—
অতি দূরে—রোয়েছে পড়িয়া, কত কার্য্য
রোয়েছে ও ধারে ওই কার্য্য ক্ষেত্র পারে ;

আজি কালি করিয়ে কাটানু কত দিন্!
অনাদি বিরাট কাল অনন্ত প্রবাহে,
এক বিন্দু জলবিম্ব নহিতরে আমি,
উঠিব, ফুটিব, যাব, অনন্তে মিশায়ে।
উত্তাল্ তরঙ্গ কাল্-ভৈরব গর্জ্জন্,
আকাশ পাতাল আয়তন, ঘোর ঝঞ্ঝা-
সনে রণে দ্বৈরথ বিক্রম, নহি সুপ্ত-
সদা সচেতন, বিশ্ব সিন্ধু রক্ষে করি
তাণ্ডব নর্ত্তন, স্থির নাহি মানে মন,
অস্থির চরণ, অস্থির এ হৃদয়ের
রুদ্ধ হুতাশন; ত্রিলোচন, ত্রিভুবন
করিব দাহন, রুদ্র তেজে তেজীয়ান্
বীরধর্ম্ম করিব পালন, নিবেদন!
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী দৈত্য অংশ বীর
সাজিয়াছে ইঙ্গিতে আমার, আগুসার
কাতারে কাতার, সাথে থাকি সবাকার,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি প্রলয় ঝটিকা—
তুলিব গো কেন্দ্র হ'তে কেন্দ্রান্তরে আমি,
দাপটে সহস্র শির্ কাঁপাবে বাসুকি,
বিদীর্ণ হইবে ধরা, ধরাধর ত্বরা—
ভগ্নমূল ধ্বংশশেষ-উলটি পালটি
রসাতলে প্রবেশিবে চূর্ণ রেণু হ'য়ে।
পাঞ্চাল্-কেকয়-কুরু-বিদর্ভ-নিষধ—
বিদেহ-কোশলাবন্তি-মৎস-বারাণসী—
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-দ্রাবিড়-মদ্র-আদি—

ব্রহ্মাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য সমগ্র প্রদেশ
মুছে দিব ধরাবক্ষ হ'তে ; স্তূপে স্তূপে
সাক্ষ্য দেবে ধ্বংশ অবশেষ। বৃষ্ণি-ভোজ—
পুরু-যদু-দশার্হ-অন্ধক্-চন্দ্র-সূর্য্য—
মধু-অর্ক-কৌরব-পাণ্ডব-কোন বংশে
কেহ না রহিবে, আবাল বনিতা বৃদ্ধে
দিব বলিদান, খরস্রোতে ব'হে যাবে
রুধিরের ধারা ; চূর্ণ ধরা-ধূলি কণা
স্তূপাকার করি, সেই রুধিরে মিশায়ে,
নূতন গঠনে নব ব্রহ্মাণ্ড গঠিব !
দেবশক্তি করি লোপ দম্ভ সিংহাসনে,
একেশ্বর দৈত্যশক্তি আধার হইব,
বীর্য্যবহ্নি দপ্ দপ্ জ্বালায়ে তুলিব,
উলঙ্গ কৃপাণ মুখে সংসার শাসিব !

(রণবেশে অস্তির প্রবেশ।)

অস্তি। পিতৃদেব, সাজিয়াছি সমর সাজনে,
বড় সাধ সমর প্রাঙ্গনে, পতি হন্তা—
পাপতুণ্ড, খণ্ড খণ্ড করিব কৃপাণে,
বিদীর্ণ এ নারী-বক্ষ বেঁধেছি পাষাণে !

জরাসন্ধ। কেরে, রণকল্যাণী আমার ! ওরে, আয়-
তোরে আশীর্ব্বাদ করি ! নিদ্রিত পিতায়
জাগাইলি, মাতাইলি নবীন উৎসাহে।
মমতা মাখান মুখ সদা হাস্যময়,
হেরিলাম বিষাদ অঙ্কিত, বিধবার

বেশে আসি, শোক-তন্ত্রী বাজাইয়া দিলি,
বুঝিলাম ভেঙ্গে গেল দক্ষিণের বাহু ;
ক্ষোভে রোষে উন্মাদ প্রমাদ পাড়িবারে,
বিশ্বগ্রাসী মহাশক্তি কৈনু আয়োজন।
আজন্ম পোষিত আশা, জীবনের সাধ্,
এইবার পূর্ণের সময় ; পাইয়াছি
অবসর ; ওরে পুত্রি, পতিঘাতি তোর্
প্রথম অঞ্জলি হবি পাবকের মুখে
বিশ্বজিৎ মহা যজ্ঞে এই ; পরে পর
দৈত্য-দ্বেষী সবাই পড়িবে, সব রাজা
ভস্ম হবে, পূর্ণাহুতি পাবে, অসুরের
মেদ মজ্জা, অসুরেরি আয়ত্তে আসিবে !!

অস্তি। শান্তি হবে! শান্তি পাবে পিতঃ! দাবদগ্ধা
কুরঙ্গিণী হৃদিশেল্ উপাড়িতে পারে ?
পিতঃ, পিতঃ! কতক্ষণে এ জ্বালা মিটিবে ?

জরা। নাহি বৎসে, নাহি আর্ দূর ; রক্ষশূর
লক্ষ লক্ষ রণ মুখে ধায়্, অযাদব
হবে শীঘ্র মেদিনীমণ্ডল্! কৃষ্ণ, ছিছি
ক্ষীণজন্মা, নীচাত্মজ্, ঘৃণ্য শির্ তার
স্পর্শিবে না গুরুদত্ত কৃপাণ আমার!
গুপ্ত হত্যাকারী পাপ্, প্রতিদ্বন্দী নয়,
ঘাতক্, ঘাতকাঘাতে যাবে যমালয়!

(প্রাপ্তি ও বিল্বদেবের প্রবেশ।)

প্রাপ্তি। পিতঃ, আসিয়াছি চরণ দর্শনে!

বিল্ব। প্রভু, আশীর্ব্বাদ্ ধর এ বিপ্রের্!

জরা। অবধান্! একি প্রাপ্তি! এখনো কেন মা হেন বেশ্?
অনাথিনী. পিতা আমি, ও মলিন ছবি
দেখিতে যে পারিনে মা আর্, অশ্রুধার্—
ফেল মুছে, বালিকারে পর অলঙ্কার্,
গৃহলক্ষ্মী হোয়ে থাক, গৃহেতে আমার্,
পতিহত্যা প্রতিশোধ্ পিতায় সাধিবে!
বীরপুত্রী, মর্ম্মাগুন নির্ব্বাণ হইবে!!

প্রাপ্তি। প্রতিশোধ্? প্রতিশোধ্ নাহি চাই পিতঃ,
ফোলে গেছে অদৃষ্ট-লিখন্, নাহি জানি
পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ ক'রেছি আমরা,
অকাল বৈধব্যে তাই পাইনু প্রতিফল্;
সাজিয়াছি ভাল সাজে পিতঃ, পাপিনীর—
এই সাজই ভাল; কি হইবে অলঙ্কার?
এয়োতি রাখিব আর কাহার কল্যাণে?
যার তরে, সেতো চ'লে গেছে, পলায়েছে
ফাঁকি দিয়ে, প্রাণ গেছে ভেঙ্গে, আর্ তাঁরে
পাবনাত পিতঃ; কি হইবে প্রতিশোধে?
অরিরক্তে অশ্রুজল নাহিত শুখাবে;
কাঁদি—কাঁদি, প্রাণভোরে কেঁদে ভাল থাকি,
কাঁদি-আর্ পূজি ভগবতী; কলুষিত—
পতি-আত্মা মঙ্গলের লাগি, ভোগতৃষা
ত্যজি পিতঃ, ব্রতে তপে কাটাই জীবন্!
নারী আমি, থাকি আমি নারীরি মতন্!!

অস্তি। থাক বোন্, আমি যাই প্রতিশোধ্ নিতে;

বীরবালা, শিখি নাই চুপে চুপে জ্বালা
সহিতে, মজিতে, আর্ কাঁদিয়া কাটাতে !
পতিহত্যা দেখেছি সম্মুখে, জ্ব'লে গেছে
পুড়ে গেছে প্রাণ ; মত্তারণরঙ্গিনীর
মত, ইচ্ছা হয় রণরঙ্গ ভূমে, অসি
করে হুহুঙ্কারে, ছিন্নশিরে রক্তধারে,
ভয়ঙ্করি করি অরিনাশ রক্ত পিয়া,
থিয়া থিয়া, নৃত্য করি মিটাই পিয়াস্ !
শোণিত পাতের্ ব্রত ক'রেছি অভ্যাস্ !
পতি হত্যা প্রতিশোধ্ পত্নীর্ প্রয়াস্ ! !

জরা। পতিব্রতা মা আমার, মিটাব তোমার
পতিহত্যা প্রতিশোধ্ আশ্ ; চল সাথে,
রণক্ষেত্র যাত্রী পিতা, পুত্রী তুমি মোর,
বক্ষ না হইতে ভস্ম রুদ্ধ হুতাশনে,
বিদ্যুৎ গতিতে চল পড়ি অরিমাঝে !
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার্, উচ্চ হাহাকার্,
কৃপাণ পাড়িবে শির্ কাতারে কাতার,
পদাঘাতে চূর্ণ হবে মেরু মহীধর্,
বীর দর্পে কাঁপিবে বসুধা, ত্রস্ত শির্
টলিবে বাসুকি, রক্তে নদী ব'হে যাবে,
ভেসে যাবে রামকৃষ্ণ যাদব বৈভব ;
শ্মশান্ মথুরা রবে সাক্ষ্যদিতে সেথা,
কালাগ্নি জ্বলিয়াছিল পরশি গগন্ ,
ভারতের কাল্সর্পে করিতে দাহন ! !

(সহদেবের প্রবেশ।)

সহ। পিতৃদেব, প্রণমি চরণে!

জরা।— কোথা ছিলে
এতক্ষণ? অত্যাচার্ কারে বলে,—বুঝি
প্রজাদের্ দ্বারে গিয়ে বুঝাইতে ছিলে?
বিদ্রোহের্ বীজ বুঝি ছড়াবার্ তরে,
প্রজার হৃদয় ক্ষেত্র, ক্রম আন্দোলনে
উর্ব্বর্ করিতে ছিলে? সাম্য স্বাধীনতা,
প্রজাসত্ব, ভূস্বামিত্ব, তত্ত্ব কথা মত
শিখাইতে ছিলে বুঝি? রাজ্য তরীখানি,
প্রজাতন্ত্র ঘূর্ণ জলে ডুবাবার্ তরে,
সঁপে দিতে ছিলে বুঝি? ছিছি লজ্জা পাই,
হেন ক্ষুদ্র প্রাণী কেন ঔরসে আমার!
জন্মিল তো মরিল না কেন? অপুত্রক
ছিল ভাল এ জ্বালার চেয়ে! এ যে ক্ষোভ—
বৃশ্চিকদংশন, চাহি মুখ ফাটে বুক্,
সরলতা নহেত মূর্খতা মাখা মুখে,
শূন্য দৃষ্টি, শুষ্ক প্রায় মস্তিষ্ক লক্ষণ,
আপনায় ভাবে ভুল্; নহে কি হইত
সিংহের্ শাবক্ হ'য়ে শৃগাল্ স্বভাব?
পৌরুষ্ বিহীন্ ভীরু, কাঠিন্য অভাব?

বিল্ব। মহারাজ্, রাজরাজেশ্বর্ তুমি, পুত্র
তব বীরবংশজাত, বীরাঙ্গনা—বীর্
বালা জননী উহার, হেন আচরণ
নাহি কর পুত্র সাথে! প্রজা তুষ্ট রুষ্ট

কি না, কোন্ রাজনীতি, রাজা, নাহি বলে
লইতে সন্ধান? বীরমন্ত্র স্বাধীনতা,
শ্রেষ্ঠ জীব মানব্ সংসারে, বীজমন্ত্র
কে দিতে কাতর তাহাদের? কোন্ রাজা
কহ রাজা, রাজরাজেশ্বর্ তুমি, কহ
শুনি, কোন্ গুণবান্ রাজা, অন্ধ হোয়ে
অন্ধ কোরে, অন্ধকারে করে রাজ্যপাট?
ছিছি রাজা, তব যোগ্য নহে এ শাসন;
উচ্চ মাথা নাহি হবে হেঁট্, এই পুত্র—
এক্‌দিন দিগ্বিজয়ী পুত্র রত্ন হবে,
সসাগরা ধরায় আনিবে অধিকারে;
বৃদ্ধের এ ভবিষ্য বচন্, ফলিবেক,
দেখিবে জগৎ; তাই বলি মহারাজ,
মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট কর শিষ্ট সুতে!

জরা। হে ব্রাহ্মণ, রাজকার্য্য নহে ব্রত পূজা।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সত্য-সরলতা রাজনীতি
নহে দ্বাপরের, প্রজাসত্ব হ'য়ে গেছে
লোপ, ধরাএবে ধরণীপতির, আত্ম-
তেজে তেজীয়ান্, সর্ব্বোপরি বলীয়ান্।
বল্ যেথা বলবান্, স্বাধীনতা-সাম্য
সেথা নাহি পায় স্থান। অস্ত্রবলে শাসি
রাজ্য, শাস্ত্রবল ছিল পুরাকালে; নাহি
মানি সত্য কথা, দ্বাপরের্ আয়োজন
অন্যতর, তাই চাই, তাই করি, তাই
এই আচরণ শিষ্ট-শান্ত-শিষ্য প্রতি

তব পুরোহিত! বুঝি মনে পুত্র এর্
করুক্ বিহিত, আদর্ পাইবে পুনঃ,
অনাদরে নহে শুষ্ক হইবে নিশ্চিত।

সহ। সেই ভাল পিতৃদেব্, অনাদরই চাই,
অনাদরই আদর আমার, শান্তি ভাল
অশান্তির চেয়ে। সমকর্ম্মা-সমধর্ম্মা
জীবের জীবন্, যন্ত্রণায় সঁপে দিয়ে,
নাহি চাহি রাজার প্রসাদ! বল্ যার
ধরাতল্ তার্, হেন ছার্ কথা কভু
কর্ণে মম নাহি পায় স্থান্; হাহাকার
রবে কাঁদিবে পীড়িতে প্রজা, চক্ষে হেরি
হাসিতে নারিব! সে অশান্তি মর্ম্ম জ্বালা,
কিছুতেই বক্ষে না সহিব! তার্ চেয়ে
আপনারে ভুলে যাই, মর্য্যাদা বালাই
পশ্চাতে রাখিয়া ছুটি শান্তি যেথা পাই,
রাজ্‌ধর্ম্ম পড়ে থাক্ নির্ম্মমের তরে!
উঠুক্ রোদন রোল প্রতি ঘরে ঘরে!!

জরা। নির্ব্বোধ বালক্, অসার্, হৃদয়-হীন্,
তাই তোরে করিলাম্ ক্ষমা, মাতৃহীন
তাই আজ পাইলি নিস্তার্ ক্রোধে মোর,
ছিন্ন শির্ পড়িল না খসে; ভেবেছিনু
সিংহাসনে বসাইয়ে, রাজ্য সঁপে দিয়ে,
বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে;
ভাগ্য বলে বাঁচিল মগধ; যাও এবে,
কারাগারে কর গিয়ে বাস, নীচবুদ্ধি

ঘুচে যাবে, উচ্চ আশ্ করিতে শিখিবে,
নহে যা হবার হবে ভবিতব্য জানে!
মন্ত্রী-করে সঁপি রাজ্য, চলিলাম আমি
বীর ধর্ম্ম করিতে পালন্। এস বৎসে,
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন, উচাটন
সৈন্যগণ পদভরে কম্পিত ভুবন্।

বিল্বদেব। মহারাজ তনয়ে না কর নির্য্যাতন্!

জরা। হে ব্রাহ্মণ, রাজ্য আগে, পুত্র তার্ পর্,
রাজার প্রধান ধর্ম্ম রাজ্যের রক্ষণ।

প্রাপ্তি। পিতৃদেব, পিতৃযোগ্য নহে এ বচন,
শুখায়োনা মমতার মুক্ত প্রস্রবণ।

জরা। নারী তুমি, কহ কথা নারীর্ মতন,
ব্রাহ্মণের্ সনে কর দেব্ আরাধন।

সহ। কেন বোন্, মোর্ তরে কেন আবেদন্?
সুখে রব অন্ধকারে মিশি; রবি শশী
নক্ষত্র আকাশ দেখিব না, লুকাইয়া
রব; সুখপূর্ণ বসুন্ধরা সুখ শূন্য
কেমনে দেখিব? তার্ চেয়ে অন্ধ হওয়া
ভাল! পিতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি, ছেড়ে যাই
নির্দ্দয়ের্ ঠাঁই, ছুঁইব না নির্ম্মমের
ছায়া মাত্র কভু; কুটিলতা কূট নীতি
নষ্ট আঁচরণে, দরিদ্র-দুর্ব্বল-শিষ্টে—
পীড়নে, পেষণে, শাস্তি প্রদানে এড়াব।
আত্মানন্দে জীবলীলা নির্জ্জনে কাটাব।

জরা। সেই ভাল, রক্ষিদল্ ল'য়ে যা কারায়,

সুখ স্বপ্ন ভেঙ্গে যাক্ অন্ধ তমসায়।
উদ্ধতের পরিণাম বুঝিব পশ্চাৎ,
হয় পুষ্প বরিষণ, নহে বজ্রাঘাত।

[অস্তি ও জরাসন্ধের প্রস্থান।

প্রাপ্তি। ভাই ভাই, এই ছিল তোমার কপালে?
সহ। কেন বোন্, কেন কাঁদ, তিত অশ্রুজলে?
প্রাণকে বাঁধিতে পারে লোহার শৃঙ্খলে?
চল্ রক্ষি, চল্, কোথা যাব? গুরুদেব
কর অশীর্ব্বাদ!

বিশ্ব। অহো কি কহিব আর,
অত্যাচারে পূর্ণ এ সংসার, রাজ্য-রাজা
রসাতলে যাবে এইবার। দিব্য চক্ষে
দেখিতেছি আমি, ভারতের অগ্রগণ্য
বীর, উচ্চ শির আকাশ পরশে যার,
পতনের আরম্ভ তাহার; একে একে
মুকুটের রত্ন খসে যাবে, সিংহাসন
ছত্র দণ্ড চূর্ণ হোয়ে ধূলিসাৎ হবে!
এক খণ্ড কাল মেঘ অতি ক্ষুদ্রকায়,
উঠিয়াছে আকাশের গায়, একধারে
আছে স্থিরবায়ু ভর করি, ক্রমে বায়ু
ঝঞ্ঝা উঠাইবে, গরজিবে পয়োনিধি,
ক্ষুদ্র মেঘ বিস্তারিবে বিরাট কায়ায়;
কেন্দ্র হ'তে কেন্দ্রান্তরে ঝকিবে বিজলী,
বজ্রপাত হবে চারি ভিতে, চূর্ণ রেণু

ভস্ম শেষ ধ্বংশ হোয়ে পড়িবে ধরণী;
রাজ্য রাজা যাবে রসাতল, পাপ পূর্ণ
নর নারী আউদর চুলে, দগ্ধ দেহে
ছুটিবে চৌদিকে, প্রতি পদে প্রাণ দিবে;
প্রলয়ের বিষাণ বাজিবে, শূন্য স্তব্ধ
মহাশূন্যে, শূন্য ধরা পন্থা হারা হবে,
পরমাণু পঞ্চ ভূত মিলায়ে রহিবে!
অদৃশ্যে এ দৃশ্য বিশ্ব অদৃশ্য হইবে!!

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মথুরা—রাজ অন্তঃপুরস্থ এক কক্ষ।

(রোহিণী ও দেবকীর প্রবেশ।)

রোহি। ওই দ্যাখ দিদি ওই দ্যাখ, কেমন সাজাচ্ছে দেখ? আমরি মরি, এমন সোনার চাঁদ ছেলে কি, আর কারো আছে দিদি?

(উভয়ের করতালি ও গীত।)

আজু ভালি সাজে দুলাল। ২
বাল গোপাল সাজে সাজে দুলাল।
সাজে বলদেও সাথে সাজে কানায়ালাল॥

ধটি ছটি পীঠ বাস্‌ কণ্ঠে বনমাল ॥
শিরে শিখিপুচ্ছ চূড়া বরজ ভূপাল,
বাজে বাঁশরি শৃঙ্গা মৃদঙ্গ রসাল ॥

(গান করিতে করিতে রাম কৃষ্ণকে লইয়া উদ্ধবের প্রবেশ।)

গীত।

পেখহুঁ দেওকী রাণী যুগল কিশোর তুঁহারি।
শ্বেত সাঙল রূপ, বিশ্বরূপ, স্বরূপ আকারি ॥
নীল নলিনী দো নয়ন বিকাসিত,
মৃদু মধুরাধরে হাস্ত বিভাসিত,
কুণ্ডল মণ্ডিত, গণ্ডযুগস্মিত,
অলকাবৃত বনোয়ারি।
ঝনরন ঝনরন, নূপুর বাদন,
নর্ত্তন জন মনোহারি ॥

শ্রীকৃষ্ণ।— গীত।

(আজ) রাখাল সাজে সেজেছি মা মাখন ননী দে।
ওমা তেমনি ক'রে আদর ভরে কোলে তুলে নে ॥
কাঁদিয়ে কত কেঁদেছি মা,
তুইতো তেমন কাঁদাবিনা,
হাসবো খেলবো নাচ্‌বো সুখে ভুল্‌বো মা তাঁকে।
ওমা তেমনি করে আদর ভরে কোলে তুলে নে ॥

দেবকী।— গীত।

ওরে ধর্‌রে দুখিনীর ধন নবনী মাখন।
চাঁদমুখে মা বলে কোলে আয়রে হারাধন,
ওরে ও নীলরতন॥

(ননী প্রদান ও শ্রীকৃষ্ণকে কাঁদিতে দেখিয়া)

(ওরে) কি হ'ল কি হ'ল বল,
কেন বাপ নয়নে জল,
আমার সুখ শতদল সোনার কমল কি দুখে এমন।
ওরে ও নীলরতন॥

রোহিণী।— ঐ গীত।

(আহা) রাখরে বাছনি তোর জননী জীবন
দুটি হাত পেতে নবনী নিয়ে কাঁদরে বাপধন,
কেন কাঁদরে রতন॥

শ্রীকৃষ্ণ।— (ননী হস্তে কাঁদিতে কাঁদিতে)

গীত।

(ওমা) কাঁদি আমি কে যেন কাঁদায়।
কি জানি কে আসি যেন অকূলে ভাসায়॥
ফিরে চাই সে না ফিরে চায়
ভেসে যাই কি জানি কোথায়॥
কে বলে কি অনলে,
এ প্রাণ কেন জ্বলে,
কেন বা আঁখি জলে হৃদয় ভাসে হায়।
কে জানে কে সে এসে কাঁদায়ে কেঁদে যায়।
যেন সে কেঁদে সেধে কি নিধি ফিরে পায়॥
কি মায়া মোহ ফেরে,

মমতা আসে ঘেরে,
ভাবিয়ে রাখি ধরে ধরা তো নাহি যায়।
ফিরাতে চাহি যদি ফিরে সে যেতে চায়,
বলে সে ফিরেফিরে ওরে রে বাপ ফিরে আয়।

(শ্রীকৃষ্ণের মোহ।)

দেবকী।—সর্ব্বনাশ! এ কি হলো, এ কি হলো, বাপ্ আমার এমন্ হোয়ে পোড়্লো কেন! ও রোহিণী, ও বলাই, ওরে উদ্ধব, ওরে দ্যাথ্‌নারে আমার সর্ব্বস্বধন হারান রতন যে ধূলায় পোড়ে গড়াগড়ি যায়্!

রোহিণী।—হায়! হায়! আজ্ কি এই সর্ব্বনাশ হবে বোলেই আমি অভাগী এদ্দিনের পর্ ননী খাওয়াবার কথা তুলে ছিলেম্! বলাই চাঁদ্! কি হবে বাবা? উদ্ধব রে! তোর প্রাণের সখার এ দশা কেন হোলো বাবা?

উদ্ধব।—মাগো! ব্রজবেশই আজ আমাদের এই বিপদে ফেল্লে! কেন মা দেবকি! এ সাধ্ আজ কেন কল্যে মা?

দেবকী।—বাবা উদ্ধব—আমি হতভাগিনী যে চিরদিনই কাঁদবার জন্যে জন্মেছি বাবা! নইলে পরে, কোলের নিধি কোলে পেয়ে, তারে ধোরে রাখ্‌তে পাচ্ছি না, একি আমার কম্ যাত্‌না! বাপ্‌ধন উঠরে! ওরে চাঁদমুখ যে আর মলিন দেখতে পারি না! পদ্ম চক্ষু দুটি খোল্ বাপ, মা বোলে কোলে আয়! ওরে বড় আগুন জলে উঠছে, বুকে বড় জ্বালা রে বড় জ্বালা, মার প্রাণে আর সয় না! জেগে উঠে এ জলন্ত আগুন্ নিবিয়ে দে বাপ!

রোহিণী।—হঁ্যারে কৃষ্ণ! মায়ের উপর কি অভিমান

হ'য়েছে ? অভিমান হ'য়ে থাকে তো, আমার কথা রেখে ওঠো ; আমার কথা তো কখন ঠেলনি বাবা। দেবকী দিদি, নীলমণি তোমার বড় অভিমানী গো বড় অভিমানী! একটুতে বাবা আমার যশোমতিকে পাগল্ কোরে দিতো, কথায় কথায় অঝ্-ঝোর ঝরে কাঁদাতো।

দেবকী।—কেন বোন্! আমি তো বাবাকে আমার কোন রূঢ় কথা বলিনি, যশোদার মতন ও ক'মল কর তো দড়ি দিয়ে বাঁধিনি, যে দিন থেকে হারা-নিধি পেয়েছি, একটি দিনের তরেও তো কোল থেকে নামাই নি। ওরে বাপ্, তোরে যে আমি অনেক সাধনে ফিরে পেয়েছি; তুই যে বাবা আমার অন্ধের নয়ন, দরিদ্রের নিধি ; তোকে যে বাপ এক দণ্ডের তরে চক্ষের আড়্ কর্‌তে পারি না। বলাই চাঁদ, তুই যে বাপ কোন কথা কচ্চিস্ নি ? বল্ বাপ বল্, কেমন করে প্রাণের বাছাকে আমার বাঁচিয়ে তুলি ?

বল।—মা, আপনারা উতলা হবেন না ; কোন ভয় নাই, ভাই আমার মূর্চ্ছিত হয়েছেন মাত্র ; আমি শুশ্রূষা করছি, আপনারা নিশ্চিন্ত হোয়ে পূজাগৃহে যান ; আমি সত্বরই কৃষ্ণ-চন্দ্রকে লয়ে আপনাদের চরণ দর্শন ক'রবো। উদ্ধব! ভাই! এস দুজনে ভাই কানায়ের মূর্চ্ছাভঙ্গের যত্ন করি।

রোহিণী।—দিদি, চল আমরা ঠাকুর ঘরে যাই ; বলাই চাঁদের কথা মিথ্যা হবার নয়, এখনি তুমি তোমার হারানিধি ফিরে পাবে এখন।

[দেবকী ও রোহিণীর প্রস্থান।

উদ্ধব।—কি ভাবে ভাবিত ভাই, প্রেমপূর্ণ আঁখি

কি প্রেমে ঝরিছে ঝরঝর? কেন মোহ?
সচেতন কেন অচেতন? কি মায়ায়,
মোহিত মোহন কায় এধরা শয্যায়?
মলিন, নলিন আস্য চির হাস্যময়,
কি দুঃখে? রহস্য ভেদ কর মহাশয়!

বল। বুদ্ধে বৃহস্পতি সখা, বিজ্ঞতায় অজ্ঞ
হয় সবে, এরহস্য নারিলে বুঝিতে?
ছিন্ন প্রণয়ের জ্বালা, ভগ্ন স্নেহ ঋণ,
অতৃপ্ত প্রেমের স্মৃতি, বেজেছে কঠিন,
তাই ভাই মোহেতে মলিন; নির্ব্বাপিত
ব্রজভাব উঠেছে জ্বলিয়া; নিদ্রাগত
কৈশোরের লীলারঙ্গ স্মৃতি, বিস্মৃতির
রাজ্য হতে এসেছে জাগিয়া; সেই স্নেহ,
সেই মায়া, অপার করুণা; মূর্ত্তিমতি
প্রীতি মাতা যশোমতি সতী. পিতা নন্দ
সদানন্দময়, শ্রীদাম সুদাম দাম—
বাল্যমিতা, মমতা নিলয়; অঙ্গ আধা
রাধা, প্রিয়া গোপিনী নিচয়; যমুনার
তট বট-মঞ্জু-কুঞ্জ-মৃগ-শিখী শাখি—
গাভি-বৎস-কোকিল কোকিলা-অলি-কলি
ফুল্ল ফুল কি বলিব সমগ্র গোকুল
স্মৃতিমূলে করিছে আঘাত দিবারাত;
কাঁদিছে গগনভেদী উচ্চতার রবে,
আসে দূর আকাশ বাহিয়া। কে নির্দ্দয়
বক্ষ পাতি নাহি লয় এ জ্বলন্ত শেল?

কার হিয়া নাহি টলে মমতার দায় ?
কে হেন নির্দ্দয় নাহি কাঁদিবারে চায় ?

শ্রীকৃষ্ণ।—(মোহান্তে উঠিয়া) কৈ মা, কৈ মা ! আমি নির্দ্দয় বলে, তুইও যে মা নিদয়া হলি ; কোলেও তো নিলিনি মা, ননীও তো দিলিনি মা ! ওরে, ওরে ! আমার দুঃখিনী মা কম্‌নে গেল ? ওরে কাঁদিয়েছি বোলে যে মা যশোদা হেলায় ফেলে কাঁদিয়ে চলে যায় ; মা, মা, আমি যে তোর বালক রাখাল, প্রাণের গোপাল ; আর কাঁদাব না, মা আর কাঁদাব না ; আর ব্রজ ছেড়ে যাব না মা, আর ব্রজ ছেড়ে যাব না, দেখা দে, মা দেখা দে ; তোর বড় আদরের বড় যত্নের নিধি যে আজ পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্চে, তা কি তুই একটি বারের তরেও চেয়ে দেখবি না ? ওগো, মা বই যে আর আমার আর কেউ নাই (ক্রন্দন)

বল। ছি ছি ভাই, একি মোহ ? জ্ঞানময় তুমি,
অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা, বিশ্বযন্ত্রযন্ত্রী,
মন্ত্রী নিয়ন্ত্রী জীবের, ইচ্ছাময়, সদা
সচেতন ; কার্য্যস্রোত কালের নিয়ম,
মূলে তুমি, স্থূল সূক্ষ্মে মিলাও মিশাও,
দুঃখে সুখে রেখে জীবে হাসাও কাঁদাও,
নিজে কেন কাঁদিবার সাধ ? কাঁদিয়া কি
কার্য্যস্রোত ফিরাইতে চাহ অবতার ?
শোধ ধার মমতার ফেলি অশ্রুধার !
বুঝেছি বুঝেছি ভাই ব্রজছাড়া নও,
এ রহস্যে কেন তবে ভাবাইতে চাও ?

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই, ভাই ! কে শুধিবে যশোদার ধার !

এত মায়া কোন্ মার আছে! বাঁচে কিনা
বাঁচে, মা আমার পাগলিনী, অভাগিনী
বল কোথা আছে? যেতে দাও, দেখে আসি,
পায়ে ধরে কেঁদে আসি শুধু একবার;
মার জ্বালা মাই বোঝে, পুত্র কোন্ ছার।
যেতে দাও, যেতে দাও, খুঁজিব সংসার!
মায়া ভিক্ষা মেগে লব সে মহামায়ার!

বল। কোথা যাবে? কেন এ বিকার? ব্রজভাব
স্বভাবের, অভাবের নয়; ভাবি চিতে
উচিত যা করহ বিধান। পরবাসে
প্রিয়জন, পরিজন সুদূর আবাসে,
সুসংবাদে নিত্য জ্বালা নাশে; ভাবি তাই—
পাঠাইয়া দূতে, ব্রজ হ'তে সবাকার
আনাও বারতা। মাতা, পিতা, রাখালিয়া,
গোপ গোপী, গাভী বৎস যে যথায় আছে,
প্রাণ পাবে তারা, সারা হবেনা কাঁদিয়ে।
চিন্তামণি, তোমার ও নিশ্চিন্ত রবে হিয়ে।

শ্রীকৃষ্ণ। কে যাইবে? কে করিবে হেন উপকার?

উদ্ধব। সে কি সখা! কে না কার্য্য সাধিবে তোমার?
হেন ভাগ্য কার, সখ্য দাস্য সনাতন
লইবে যাহার? বড় সাধ অভাগার,
চক্ষে হেরে আসি সেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার;
বুঝি মনে ব্রজধাম ব্রহ্মাণ্ডের সার,
মর্ত্তের গোলোক যথা সাকার বিহার।

শ্রীকৃষ্ণ। (উদ্ধবের হস্তধারণ করিয়া গীত)

তবে যাও সখা দেখিয়ে এসো, আমার সোনার ব্রজ অন্ধকার।
চোখের জলে বইছে নদী, সেথা উঠছে শুধু হাহাকার॥
কেঁদে ক্লান্ত গোপ গোপিকার,
জীর্ণ জরা দেহ ভার,
অনাহারে শীর্ণ তনু পোড়ে আছে মা আমার।
মা বোলে ভাই ডেকে তাঁরে দিও এ নয়নাসার,
পদে দিও এ নয়নাসার॥
দেখো কেঁদে যেন কাঁদায়ো না,—
শোকানলে জ্বালায়ো না;
শাখি পাখি ধেনু বৎস রাখালিয়া রে আমার।
আমার আসার আশে আশ্বাসিয়ে তুষো হিয়ে সবাকার।
ও ভাই তুষো হিয়ে সবাকার॥

(সকলের প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্ত।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

মথুরা রাজসভা।

(উগ্রসেন, বসুদেব সভাসদ্‌গণ আসীন।)

(অক্রূরের প্রবেশ।)

অক্রূর। কি কহিব মহারাজ, রাম কৃষ্ণ কথা
অদ্ভুত বারতা, বিস্ময়ে ভাসিবে মন।

গুরু গৃহে গমন অবধি, প্রতিপদে
দেখায়েছে অমানুষী লীলা পূর্ণভাবে,
আদর্শ পুরুষকার প্রকৃতি পুরুষ।
ভক্তি শ্রদ্ধা সুবিনয়ে দেবতার মত
গুরুসেবা আরম্ভিয়া দোঁহে, শিখিলেন
দিনে দিনে, কল্প-ছন্দ-শিক্ষা-ব্যাকরণ
নিরুক্ত-জ্যোতিষ-উপনিষদের সহ
অখিল বেদান্ত বেদ, দেবতা মন্ত্রের
জ্ঞান সহ ধনুর্ব্বেদ, নীতি মার্গ, ধর্ম্ম
নানাবিধ, ষড়বিধ রাজনীতি আদি ;
আন্বীক্ষিকী শিক্ষি সযতনে. চতুঃষষ্টি
অহোরাত্রে শিখিলেন চতুঃষষ্টি কলা।
মহামুনি সান্দীপনি মানিলা বিস্ময় ;
অবন্তির বাল বৃদ্ধ দিলা জয় জয়।

উগ্রসেন। অদ্ভুত, অদ্ভুত লীলা ! হেন শিক্ষা কভু
শুনি নাই, চক্ষে দেখি নাই, ভাবনায়ও
আসে না, কল্পনা চিত্রে চিত্রে না কেহই !
ধন্য অমানুষী শিক্ষা, ধন্য দৈব বল !
নতুবা কি রাজসভা মাঝে, পারিত সে
একাসনে হারাইতে নব্য বৃদ্ধ বুধ
যে যথায় ছিল ! সমগ্র মথুরা কালি
জয়মাল্য দিয়াছে শ্রীরাম দামোদরে,
সর্ব্ব বিদ্যা-সুপণ্ডিত কিশোরে প্রবীণ।
ধন্য বৎস বসুদেব, ধন্য পিতা তুমি ;

পুত্র রত্নে তুমি ভাগ্যবান ! শক্তিমান
সর্ব্ব গুণধাম পূর্ণজ্ঞানী জ্ঞানাতীত
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী মূর্ত্তিমান মহাযশা
যুগান্তের মুক্তকারি যুগ্ম অবতার !

বসু। করুন আশীষ দেব, চিরজীবী হোক্
রামকৃষ্ণ দুলাল আমার ! কত কষ্টে,
কত বক্ষ রক্ত শুখাইয়ে, অশ্রু দিয়ে,
কত দেব আরাধনে, দরিদ্রের নিধি
ফিরায়ে পেয়েছি কোলে। দিন দেছে
দীননাথ ; এ সুদিন রহে যেন দেব,
এই আশীর্ব্বাদ যাচি গুরুজন পদে।

অক্রূর। হে সুধীর মহাতপা ! পুত্রবর তব
অজর অমর, পৃথু পবিত্র করণে
আবির্ভূত এ মহীমণ্ডলে ; আজ্ঞা মত
চলে কাল ব্রহ্মাণ্ড বাহিয়া, ভাঙ্গে গড়ে
ইঙ্গিতে প্রভুর ; জন্ম জরাহীন নিজে—
অক্ষয় রহেন চক্ষুচাহি, ক্ষয় ভয়
নাহি তনয়ের, সর্ব্ববলে বলীয়ান,
গুরুদক্ষিণার ছলে সেধেছেন কার্য্য
গুরুতর ; সান্দীপনি-মুনি-পুত্র শিশু,
প্রভাসে সাগরে ডুবে ত্যজিল পরাণি ;
দক্ষিণার ছলে ঋষি মাগিল সে সুতে,
পশিল অতল তলে কেশব তোমার ;
ত্রাসে সিন্ধু কাঁপিল সঘনে, যুড়ি কর
দাঁড়াইল ; মুনি-পুত্রে চাহিলেন হরি ;

কহিলা বারীশ, পাঞ্চজন্য শঙ্খাসুর
গ্রাসিয়াছে ব্রাহ্মণকুমারে; ক্রুদ্ধ শুনি
হৃষিকেশ নাশিলেন মুষ্ট্যাঘাতে তারে;
আছে শিশু সংযমনীপুরে, কহি দৈত্য
ত্যজিলা জীবন; শঙ্খ হরি মুরহর
করিলেন ভৈরব নিনাদ; ত্রস্ত উঠি
মহিষবাহন, আজ্ঞা মত আনি দিল
মগ্ন শিশুটীরে; প্রাণদানি প্রেমময়
দিলা তুলি মা বাপের কোলে; দক্ষিণায়
তৃপ্ত দ্বিজ, দম্পতী-আলয় স্নেহানন্দে
পূর্ণিত এখন; মমতা মাখান অশ্রু
বারিধারা দিয়ে, সান্দীপনি-মুনি-পত্নী
পারেনি বিদায় দিতে, কেঁদেছে কেবল,
গেয়েছে দুবাহু তুলি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল!
স্তম্ভিত শুনিয়া কার্য্য দেবগণ যত,
অদ্ভুত, অদ্ভুত যেন স্বপ্ন কথা মত!

উগ্রসেন। নহে নর, দেবতা যুগল। বুঝিয়াছি,
জগতের মঙ্গলের তরে, জন্মিয়াছে
নররূপে নিত্য নারায়ণ; নহে হেন
সাধ্য কোথা নরে? অসম্ভবে পরাভবি,
সম্ভবেরে সুসাধ্যের আয়ত্ত ভিতরে
আনি. করে বিশ্ব সচকিত! ধন্যবাদ
শত মুখে দাও সবে রাম দামোদরে!

সকলে। ধন্য যদুকুলরবি রাম দামোদর।

অক্রূর। ধন্য ধরাভার-হারী মধুমুরহর।

বসুদেব। ওই যে আসিছে বৎস ব্রজবেশ ধরি!
আহা মরি, দ্যাখ্‌রে মাধুরি; মন্দ পদে
আসে দুটি সভা আলো করি; কি মধুর
বাজিছে নুপূর ঝিরি ঝিরি! আয় বাপ্‌,
আয়রে ও শির চুম্বি আশীর্ব্বাদ করি!

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ)

উগ্রসেন। আয় ভাই, আয় দোঁহে দুবাহু পসারি,
প্রাণ খুলে আলিঙ্গন করি! জীর্ণ তরী
দেহ ধরি, তরঙ্গের ডরে যে শিহরি,
পার ক'রে দিস্‌রে মুরারি; ব্যথাহারি,
ব্যথাহরি কোল্‌ দিস্‌ অকূল পাথারে;
শান্তি পাই শ্যামকান্তি নয়নে নেহারি!
অক্রূর। ভক্তাধীন! ভক্ত দীন, দেখে লব পরে,
শিখে ল'ব কার কার্য্য কে কেমন করে।
শ্রীকৃষ্ণ। হে ধীমান, চেয়ে দ্যাখ দ্বারে মগধের
রণদূত, কি কার্য্যের তরে আসিয়াছে;
আদেশ মাগিছে প্রবেশিতে সভা মাঝে,
প্রভু বার্ত্তা প্রদানিতে মথুরা অধিপে!
বসুদেব। মগধের রাজদূত?
উগ্রসেন। পাপ বার্ত্তাবহ!
অক্রূর। পিশাচের অগ্রদূত, এসেছে নিশ্চয়
পৈশাচিক কার্য্যব্যপদেশে; উগারিবে
হলাহল, মথুরায় করিবে চঞ্চল,
ঘ'টে যাবে বীরত্বের ঘাত প্রতিঘাত।

বসুদেব। ভাবি ভয়, পাছে হয় অশনিসম্পাত !
পাছে ক্রুদ্ধ জরাপুত্র বাধায় বিবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ। কিবা ডর ! শত্রু সেতো আগে আছে জানা;
আছয়ে বাসনা, দেখিব পরীক্ষা করি
কত বলে বলীয়ান অসুরপ্রধান।
আজ্ঞা দেহ দূতে, হেথা হোক্ আগুয়ান্ !

(মগধদূত বা লম্বোদরপুত্রের প্রবেশ।)

মগ দূত। এ সভায় কে প্রধান ? কে লবে বারতা ?
আসমুদ্র ধরাপতি, চক্রবর্ত্তী রাজা,
মহারাজ রাজেশ্বর জরাসন্ধ শূর,
প্রতিনিধি আমি তাঁর, মুখ্য রণদূত,
আসিয়াছি রণবার্ত্তা লয়ে, কারে কহি ?
কে দিবে উত্তর ? কে নায়ক্ মথুরার ?
কেবা দণ্ডধর, কর্ত্তা সন্ধি বিগ্রহের ?

অক্রূর। আরেরে বাচাল বার্ত্তাবহ, ভারবাহি-
পশুবুদ্ধি কেন ? অথবা মূর্খতা নয়—
দাম্ভিকতা বুঝি ? উদ্ধতের অনুচর,
পাপে ক্ষীণ, দৃষ্টি হীন, ঠেকেনা নয়নে
মথুরার সিংহাসনে মথুরা অধিপে !

মগ দূত। ইনি ? হ্যাগো, ইনি এবে মথুরার পতি ?
ভাল সাজে সাজিয়াছ প্রবীণ ভূপতি;
শুভ্র কেশে মুছাইয়া পুত্রহাচরণ,
কেমনে লইলে বৃদ্ধ পুত্রসিংহাসন ?
কোন লাজে দেখাইছ মুখ ? বুঝ না কি
স্বার্থপর, বালকের ক্রীড়নক মত

ছিন্ন পরিচ্ছদে দেহ আবরি তোমার
সাজায়ে রেখেছে, খেলিবে ইচ্ছামত,
একদিন দুইদিন, চরণ প্রহারে
ভাঙ্গিবে পুতলি, কোথা রবে এ সাজন ?
ছিছি ধিক্ রাজ্য তব, রাজসিংহাসন !
প্রেতভূমি করেছ মথুরা ? পুত্রে নাশি
ঘাতকের সহযোগে, তারি সেই উষ্ণ
শোণিতাক্ত করে, রাজদণ্ড দণ্ডধর—
কি সাধে ধরিছ ? কত দিন রবে আর
জীর্ণ তনু বহিয়ে জগতে ? কাল ফণী
দুলিছে মস্তকোপরি, নাহি বুঝি জ্ঞান ?
শ্মশান সমুদ্র তীরে আসিয়া পড়েছ,
তবু ভোগলালসা কমেনি ? ধিক্ থাক্,
ভগ্নতরী কি সুখে বাহিছ ? ছিছি ছিছি—
ঘৃণা হয় চাহিতে ও মুখ পানে তব !
হলাহল নয়নে ঠিকরে, দন্তহীন
আস্যের গহ্বর যেন নরক দুয়ার,
কুটিলতা-পুর্ণ প্রাণ, কুৎসিত আচার !

বল। সাবধান অসুরসেবক ! নটভূমি
নহে রাজসভা, যথেচ্ছ আচার নাহি
চলিবে হেথায় ; রেখো মনে, রাজদণ্ড
শত্রু মিত্র বাছিতে না জানে, অপরাধে
অপরাধী, শাস্তি পায় উপযুক্ত মত !
দূত তুমি, দৌত্য মাত্র তব অধিকার,
তাই সাধি করহ প্রস্থান, নহে কেন

বৃথা কথা পাড়ি বীর পাড়িছ প্রমাদ,
রাজরক্ষি-অসিস্পর্শে কেন এত সাধ !

অগ দূত। হে হিতাশি, ভাবে বুঝি বাঁচাইলে প্রাণ !
জানি হেথা নাহি নিরাপদ, কহিয়াছি
আবেগে প্রাণের, ভাল, আর পাপাচার
কাজ নাই করিয়া বর্ণন, অকার্য্যের
অপবাদ শুনিতে কঠোর ! কহি বার্ত্তা
শুনহ সবাই ; সমগ্র মথুরাবাসী,
সহ রাম কৃষ্ণ, ক্রূর বন্ধু উগ্রসেন,
গললগ্নীকৃত বাসে, কর যোড় করি-
যাচুক্ মার্জ্জনা রাজপদে, নহে থাক্
প্রস্তুত হইয়া ! সজ্জিত সমরসাজে
আসিছেন মগধাধিপতি, লইবারে
জামাতৃহনন প্রতিশোধ ! অবরোধ
করিয়ে এ পুরী, উগ্রতপে তপ্তকায়
ক্রুদ্ধ বলীয়ান, হানা দিবে চারি ধারে
ঘিরি, মন্ত্রবলে শত শত শতঘ্নির
প্রবল আঘাতে, প্রাকার হইয়ে চূর্ণ,
করিবে পরিখা পূর্ণ; ঘন ধূলা ধূমে
শূন্য আঁধার হইবে ; চক্‌মকি অস্ত্র
শস্ত্র বিজলী খেলিবে ; ঘোর সিংহনাদ
বজ্র গম্ভীরে হাঁকিবে, রুধির প্রবাহে
বহি ধ্বজদণ্ড, পতাকা, আয়ুধ, চর্ম্ম,
অশ্ব, হস্তী, রথ, রথী, মৃতদেহ-স্তূপ,
যম-বারিধিআবর্ত্তে পতিত হইবে !

মথুরার চিহ্ন মাত্র ধরা না ধরিবে!
এই রাজ আজ্ঞা মম কৈনু বিজ্ঞাপন,
কি ইচ্ছা, প্রকাশি কহ মথুরা-রাজন?
সন্ধি কি বিগ্রহ, উভ যেবা লয় মন!!!

শ্রীকৃষ্ণ। বার্ত্তাবহ, কহ গিয়ে প্রভু প্রেতে তব,
দৈত্যকুল করিব নির্ম্মূল; ধরাভার
না রাখিব আর; সংহার মূরতি ধরি,
যে যথায় আছে সবে করিব সংহার।

মগ-দূত। ভাল, সাধ পুরিবে সবার; অবিলম্বে
আগুসার হবে সৈন্য কাতারে কাতার!
বাজিবে বিজয় ভেরী প্রলয় বিষাণ,
মুহূর্ত্তে হেরিবে সবে সংসার শ্মশান!
আসি তবে, দেখা হবে রণরঙ্গ ভূমে,
কালিকে প্রভাত ভানু না যেতে পশ্চিমে।

[মগধদূতের প্রস্থান

অক্রূর। সমর তো বাধিল রাজন!

উগ্রসেন। জানে রণ
রামনারায়ণ, আছে সৈন্য মথুরায়
প্রকাণ্ড বাহিনী, স্থবির আমিও বটি,
কিন্তু এ দুর্ব্বল ভুজে আছে হেন বল,
জন্মভূমি সিংহাসন, করিতে রক্ষণ,
করাল কৃপাণ পারে করিতে ধারণ!
এই ক্ষীণ দেহযষ্টি মাঝে, উগ্র ভোজ
রক্ত স্রোত এখনও বহিছে; কিবা ডর?
সমর তো ক্রীড়ারঙ্গ ক্ষত্রিয় শূরের?

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ ! রাজ্যভার আপনার, ক'রে
যান প্রজার রঞ্জন ; সমর সে মম
প্রয়োজন ; আয়োজন মুহূর্ত্তে করিব ;
ধরণী মরিছে ভারে, কাঁদিছে কাতরে,
অনাহত মর্ম্মভেদী সে রোদন রোল,
এ জীব কল্লোল ছাপাইয়া, উঠিতেছে
দিবারাতি ; করিছে আঘাত দেবতার
দুয়ারে দুয়ারে ; স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক
গোলক অবধি হইয়াছে বিচলিত ;
বিদলিত ব্রহ্মাণ্ডের অশান্তি নাশিতে,
উপলক্ষ মাত্র তাই হইয়াছি মোরা,
এ যুগান্ত কালে শান্তি পাবে বসুন্ধরা।

বসু। ইচ্ছাময় ! ইচ্ছা তব হউক পূরণ।
ক্ষত্রিয়ের আচরণে, পুত্র তুমি, তোমা,
ক্ষত্র আমি না করি বারণ ; মায়া মোহ
আশঙ্কায় দিনু বিসর্জ্জন ; শত্রুনাশ
করি, কর স্বধর্ম্ম পালন, অনুক্ষণ
যদুকুল-রবি-জয় গাক্ ত্রিভুবন।

অক্রূর। হে রাজন, প্রয়োজন মন্ত্রণা কারণ,
সভা ভাঙ্গি মন্ত্রগৃহে চলুন এখন,
করা চাই যথাযোগ্য যুদ্ধ আয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ। অগ্রসর হোন সবে পশ্চাতে মিলিব,
যুক্তি মত যথা কার্য্য সত্বরে সাধিব।

সভাভঙ্গ ও রামকৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। কার্য্য ক্ষেত্র বিপুল বিস্তার ; বলদেব

দেখিছ কি আর, অনলে পতঙ্গ সম
আসিছে পড়িতে দুষ্ট জরার কুমার,
সাথে সৈন্য পারাবার, ডুবাতে বাসনা
চিতে মথুরা আমার ; বুঝি দেখ ভাই,
ধরার সঞ্চিত ভার করিতে সংহার
অবতার, কার্য্যভার আমা দোঁহাকার।

বলরাম। রব ভাই পশ্চাতে তোমার ; সাধু রক্ষা,
অসাধু সংহার, অধর্ম্ম উচ্ছেদ, ধর্ম্ম
স্থাপিতে আবার, দেহী দোঁহে নরাকার ;
দাহনে নির্ম্মল করি সুবর্ণ সংসার,
পরমার্থ প্রেমলীলা করিব প্রচার।

শ্রীকৃষ্ণ। হের আর্য্য, শূন্য হ'তে লয়ে আসে রথ,
অস্ত্র শস্ত্র পরিচ্ছদ বীর অলঙ্কার
জ্যোতির্ম্ময়, তোমার আমার ; রণ সাজে
সাজি, চল শত্রুকুল করিগে সংহার।
দেবদত্ত রথ, এ যে কার্য্য দেবতার।

(শূন্য হইতে জ্যোতির্ম্ময় রথের অবতরণ)

বলরাম। দেবদত্ত হে বিমান করি প্রদক্ষিণ
বক্ষঃ বীরাসনে তব হইব আসীন।
তোমার প্রসাদে রণে রক্ষে করি নাশ,
প্রসীদ প্রসন্নময় পূরাও গো আশ!

(প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য সমাপ্ত।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের এক পার্শ্ব।

(পতাকা বাহক লম্বোদর ও তৎপুত্র মগধ দূতের প্রবেশ)

পতা-বাহ। আমিতো বাবা এইখানে নিশেন গেড়ে বস্‌লুম আর একটী পাও এগুচ্চিনা।

পতা-পুত্র। সে কি বাবা, চলনা, চলনা, একটু তাড়াতাড়ি চলনা, যুদ্ধ কর্‌'তে কর্‌'তে মহারাজ দু তিন বার তোমার তল্লাস নিয়েছেন।

পতা-বাহ। তা নেবেন্ না, ভাল বাসেন্ কত। আগে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পাহাড়ের আড়াল থেকে লোড়্বেন; মুণ্ডুটি যাক্ আমার, আর তিনি নাম নিয়ে দেশে ফিরুন; তিনি বড় চালাক আর আমি বড় বোকা। ওরে বাবা, এই পেট্‌টি দেখ্‌ছো, আমার পাকা বুদ্ধির জালা, আমি দূর থেকে যা নড়ায়ের আদ্‌রা দেখতে পেয়েছি, তাইতেই বস্ আছে, অ্যাদ্দুর এয়েছি কেবল বাবা তোমার কথায়, পাছে বল বাবা বেটা ভীতু মানুষ; আর আমি একটি পাও এগুচ্ছি না; এইখানে নিশেন পুঁতে জমাট হোয়ে বোসে থাকি; জয় হয় উঠিতো পড়ি, ছুটে গিয়ে, নিশেন কাঁদে,প্রথম দলের কাঁদে চোড়ে মথুরায় সেঁদুবো, আর বুঝেছ বাবা, যদি হার হয়, তা হোলে ঐ পথ, বুঝেছ বাবা, যৎপলায়ন্তি স জীবতি। "বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন আর বোঁ বোঁ শব্দে পলায়ন।"

পতা-পুত্র। তবেই দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ কোরলেন, মহারাজ এখনি হয়তো মহাবেগে আসবেন।

পতা-বাহ। আর দূর খ্যাপা, আস্‌বার্‌ কি আর অবসর্‌টি আছে, না-ওরা যোটী রেখেছে! লড়াইটির বহর দেখ্‌ছোত? বাপ্‌রে, দুটো ছোঁড়ার বিত্তেব্‌ই বা কত! যে দিকে ছুট্‌ছে, সে দিক্‌টে যেন কলাবাগান শুইয়ে যাচ্ছে, রক্তে সব নদী নালা পূরে গেছে; বাহবা মার্‌ দুদ্‌ খেয়েছিল যা হোক।

পতা-পুত্র। কেন বাবা, আমরা কি মার দুধ্‌ খাইনি? আমি এতক্ষণ লড়াই করিনি?

পতা-বাহ।—করেছ, বেশ করেছ, গরিবের বাছা, আর কেন বাবা, যতক্ষণ আল্‌তো আল্‌তো চল্‌ছিল, ততক্ষণ এটা ওটা সেটা কোরে বেড়াচ্ছিলে, রাজাকে কুমৎ দেখাচ্ছিলে; এখন শন্‌ শন্‌ রন্‌ রন্‌ কোরে বাণ চলেছে; কোঁ কট্‌ কট্‌ রথ ঘুর্‌ছে; সা সাঁ তলোয়ার চলেছে, যে যাকে পাচ্চে, মাচ্চে, চেঁচাচ্চে, কাঁদ্‌চে, পেছু ফিরে রড় দিচ্চে, হাতির পায়ে ঘোঁড়ার চাটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নোড়েভোলা হোয়ে যাচ্চে, মাড়া মাড়ি ছেঁড়া ছিঁড়ি জল বেড়াবিড়ি কর্ত্তে কর্ত্তে ওখানে একটা বিকট ব্যাপার চল্‌ছে, ও সঙ্কটে পা বাড়াতে মানুষে যায়? ও যাওয়া টাওয়ার কথা আর কোস্‌নে বাবা! এই খানে বাপ বেটায় বোসে রাজা উজির মারি আয়, আর নিজের তোয়াজে নিজে নিজে ভোম্‌ হোয়ে থাকি আয়।

পতা-পুত্র। সে কতক্ষণের জন্য বাবা! এ দিকে পেছু-তেই বা কতক্ষণ!

পতা-বাহ। পেছুতে পেছুতে আমরাও পেছুবো—ওরা আস্‌বে এক হাত, আমি একশো হাত পেছুবো, তার পর ক্ষেত্র

কর্ম্ম বিধীয়তে। বুঝলে বাবা, আড়ালে আব্‌ড়ালে এমন গা ঢাকা দিয়ে পোড়্‌বো যে শিবের বাবা এলেও খুঁজে পাবে না; কিছুতে না হয়, শেষ একটা এঁদো খেঁদো পানাপুকুরে গলা পর্য্যন্ত বুড়িয়ে মাথায় কেলে একটা হাঁড়ি দিয়ে যাপটিমেরে থাক্‌বো। বাবা যুদ্ধের বদ্দি আমরা, ধাত বুঝে বুঝে বুড়িয়ে গেলুম, চচ্চড়ে নাড়ী দেখবো আর পপ্পড়িয়ে পালাব। বুঝলে?

পতা-পুত্র। হেঁঃ! তা আর কর্ত্তে হবে না! আমাদের এমন রাজা না, হয় এস্ পার নয় ওস্ পার।

পতা-বাহ। হ্যাঁ বাবা, আমিও তো তাই ব'ল্‌ছি, হয় এস্ পার নয় ওস্ পার; হয় ফৌজগুলিকে যমরার হাতে সঁপে দিয়ে একায়েক প্রাণ নিয়ে পালাবেন, নয় সর্ব্বসমেৎ আড় হোয়ে পোড়ে ঘাড় ভাঙ্গা ঘোড়েলের সামিল হোয়ে এ যাত্রার মত পটল তুল্‌বেন; তা তোলেন তুল্‌বেন, তুমি বাবা কেন এত জেদাজিদি কোরে ধোরে নে গিয়ে এ বুড়ো বাপ বেটাকে বলিদান দেবার ফন্দি কোচ্চ? না হয় পাঁচ জনে বীরপুরুষ নাই বল্যে? না হয় দুটো মিছে কথাই বল্‌তে হ'ল?

পতা-পুত্র। তুমি এখান থেকে না যাও তো রাজার কোপ্ থেকে এড়াবে কিসে?

পতা-বা। বাক্যিতে, বাক্যির জোরে এই ঐরেবৎ দেহ খানা নিয়ে নিশেনদারী কাজ পেয়েছি; তোকে সেই বাচ্ছাবেলা থেকে পাশের রক্ষী কোরে দিয়ে, ক্রেমে ক্রেমে দূতের পদ পর্য্যন্ত পাইয়ে দিয়েছি। আর এই তুচ্ছ মিথ্যেটা সাজিয়ে দিয়ে, উল্টে রাজার কাছে বাহবা নিতে পার্ব্বোনা! ও কে? ও কে ছুটে আসে? দক্ষিণ দিক্ থেকে আস্‌ছে দেখছি, ব্যাপারটা কি?

(দ্রুত পদে ভগ্ন দূতের প্রবেশ।)

পতা-বাহ। ওহে বাপু ভগ্ন পাইক, রক্তমুখী হোয়ে ছুটে চলেছ কোথায় বাবা ?

ভগ্নদূত। সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে শূর, ছত্র ভঙ্গ,
দক্ষিণ বাহিনী, হতাহতে পূর্ণপ্রায়
রণ রঙ্গ ভূমি ; বৃদ্ধ বীর উগ্রসেন
ক্ষুরপ্রে নিধন করি বীর বিদুরথে,
মহামারি আরম্ভিলা ছত্র নাশ করি,
মস্তকবিহীন বীর বাহিনী মোদের
ভীত নেত্রে নিরখি সে কালান্তক যমে,
স্থির পদে দাঁড়ায়ে পড়িল, অটল সে
বাহিনী টলিল, পাছু হটি অতি ত্রস্তে
পলাতে লাগিল, মথুরা কটক দ্রুত
পিছে ছুটি অর্দ্ধেকে নাশিল, অর্দ্ধভাগ
শৃঙ্খল পরিয়ে পদে বন্দী হ'য়ে গেল ;
একা প্রাণ বাঁচাইনু দৈবের সহায়ে,
যাইতেছি রাজপদে জানাতে সংবাদ।

পতা-বাহ। (উঠিয়া) তাইতো ! তাইতো ! ও বাবা, এ দিক্ থেকে আবার এ কারা ছুটে আসে !

পতা-পুত্র। তাইতো, কেউ খোঁড়াচ্চে, কারুর মাথা বাঁধা, কারুর গায়ে রক্তে ঢেউ খেল্‌ছে, ব্যাপারটা কি ?

পতা-বাহ। ব্যাপার ভাল, এ দিকেও ফর্‌সা বোধ হয়।

(তিন জন আহত সৈনিকের প্রবেশ।)

পতা-বাহ। কি খবর ভাই ? তোমরা তো দেখছি কেউ আদ্ মরা, কেউ সিকি মরা, কেউ পোন্ মরা।

১ম সৈন্য। আর বাবা, এতক্ষণ বুঝিবা সর্ব্বনাশ হোয়ে গেল।

২য়-সৈন্য। বুঝি কিরে? আমি দেখেছি, মহারাজ আঘাতিত হ'য়ে পড়েছেন, রাজকন্যা ঘোঁড়া ছুট্ কোরে উর্দ্ধশ্বাসে সোরে পড়েছেন।

তৃতীয় সৈন্য। সুদ্ধু তাই? সারে সারে সব সৈন্য পালাচ্চে, কেউ ধরা পড়ছে, কেউ বা রামকৃষ্ণের আগুন্ বাণে পুড়ে ছাই হোয়ে যাচ্চে, কেউ বা বায়ু বাণে ঝোড়ো কাগের মত ধড় ফড়াচ্চে; কেউ বা বরুণ বাণে হাবু ডুবু খেতে খেতে তলিয়ে যাচ্চে, মহারাজ সংজ্ঞাহীন, কেবা চালায়. আর কার মুখ দেখেই বা ফৌজ সব লড়াই করে? ও বাবা! তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গেল! কেউ একটু জল দিয়ে আমাদের বাঁচাও।

পতা-বাহ। হুঁ্যা বাবা, অ্যাদ্দূর তাড়া করে আস্‌বে কি?

(চারি জন সৈনিক কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া আহত জরাসন্ধের প্রবেশ।)

জরা। পানীয়! তৃষায় মরি! কে দ্যায় পানীয়?
ওরে, অর্দ্ধরাজ্য দিব তারে আমি! দেরে
দেরে, পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ, বিন্দু
দানে বাঁচারে আমায়—ওহো প্রাণ যায়।

পতা-বাহ —মহারাজ, দাস আছে শুশ্রূষার তরে।
শীতল পানীয় পিয়ি জুড়ান জীবন।

জরা। দাও নীর, করি পান, কে ওই সৈনিক
আহত পতিত ভূমে, বারিপাত্র পানে
এক দৃষ্টে চাহিছে তৃষায়? নাহি চাই,

পানীয় উহারে দাও, ওই প্রাণ টুকু
রহি দেহে, একদিন রক্ষিবে এ প্রাণ !

নেপথ্যে। এই ধারে, এই ধারে, এই দিকে নিয়ে আস্‌তে দেখেছি।

জরা। কে আসে কে আসে ওই, শত্রুচর বুঝি ? ওহো ওহো ! এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল !

পতা-বাহ। কই ? কই ? তাইতো ? ওহে সব্বাই এগিয়ে গিয়ে সারগেঁথে মহারাজকে ঢেকে দাঁড়াই এস, নইলে সর্ব্বনাশের ওপর সর্ব্বনাশ ঘোটে যাবে, মহারাজের প্রাণরক্ষা ক'রতে প্রাণ দিতে হয় দেওয়া যাবে।

(একদল মথুরা-সৈন্যের প্রবেশ।)

পতা-বাহ। কে তোমরা কি চাও ?

১ম সৈন্য। চাই মগধরাজ জরাসন্ধ জীবিত বা মৃত।

পতা-বাহ। এই কথা ? আমরা যদি তা'কে ধরিয়ে দিই, তা হ'লে আমাদের তো কিছু ব'লবে না ? আমরা খেটে খাই, চাঁই টাঁইয়ের ধার ধারি না ; বল কিছু ব'ল্‌বে না ?

১ম সৈন্য। কিচ্ছু না।

পতা-বাহ। শপথ কর, নইলে বাবা বিশ্বাস কি ?

১ম সৈন্য। ভাল তাই স্বীকার, কই, কোথা ?

পতা-বাহ।—(নিজ পুত্রকে দেখাইয়া) এই ইনি (জনান্তিকে) বাবা পালিয়ে আস্‌তে দেখব ?

পতা-পুত্র।—(জনান্তিকে) ঠিক্ আস্‌ব, তোমরা মহারাজকে নিয়ে সোরে পড়। (প্রকাশ্যে) সৈন্যগণ বন্দী কর, লয়ে চল, অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক, বিশ্বাসঘাতক নরাধম

নিষ্ঠুর নিজ সৈন্যদের অপেক্ষা শত্রুর নিকট যথেষ্ট সুখে থাকব, চল।

[মথুরা—সৈন্যগণ পতাকা-বাহক-পুত্রকে বন্দী করিয়া প্রস্থান।

জরা।   বাল্য সাথি কি করিলে? শার্দ্দূল আবাসে
হাসিতে হাসিতে নিজ সন্তানে পাঠালে?
পরাজিত, প্রহারিত, পাষণ্ডের তরে
কেন নিজ মমতা মথিলে? পুত্র সনে
কেন হেন শত্রুতা সাধিলে? ছার প্রাণ
রক্ষা তরে বীর প্রাণে কেন বলি দিলে?
এ লজ্জা আমার সখা যাবে-না তো মলে!
সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সন্তান আমার
খোরে দিয়ে কালের কবলে, নিজ প্রাণ
রাখিনু কৌশলে! হারে ধিক্, ধিক্ থাক
জীবন ধারণে, কালা মুখ দেখাইব
কারে, অশ্রুধারে ভাসিব আঁধারে! ওরে
ধ্বংস বংশমান কংস-ঘাতকের করে!

পতা-বাহ।—মহারাজ, কাতর হবেন না; আমার কার্য্য আমি করিছি। আপ্‌নি গেলে আমি তো আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পেতুম্ না। সে গেছে, সোরে আস্‌তে পারে ভালই, নইলে তার মতন আর একটা গোড়ে পিটে নেবো, গৃহিণী তো এখন্ মরেন্ নি; ছেলে মেয়ে বিয়োতেও কাতর হন নি; এখন আপনাকে বাঁচিয়ে দেশে ফিরতে পারি তবেই মঙ্গল্। নইলে এই ভুঁড়ি যে পাবে সেই খোস্‌কে দেবে, এই মুড়ি যে পাবে

সেই মোচ্‌কে দেবে; ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চলুন, ফিরে বছরে ঘুরে এসে তখন যা মনে আছে তাই কর্‌বেন।

জরা। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ চাই, ভাই, চল
সবে গিরি ব্রজে, বাছি নব সৈন্যবল
মিটাব প্রাণের জ্বালা নিভাব অনল
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ ভরসা কেবল।

[জরাসন্ধকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অদূরে যমুনা হ্রদ—গোষ্ঠ-অস্তোন্মুখ সূর্য্য।

(গাভী বৎস শয়ান-শ্রীদাম সুবল সুদাম ইত্যাদি রাখালগণ কদম্বমূলে অৰ্দ্ধ শায়িত অবস্থায় গীত।)

সুবলের গীত।

(ওই) নলিনী মলিনী ওর দিনমণি চলে যায়২।
কাঁদিয়ে কাটিবে নিশি (পুনঃ) হাসিবে প্রভাত বায়॥
অভাগা আমরা হায়,
কত দিবা নিশি যায়;
কাঁদিয়ে কাতরে ডাকি ফিরেতো সে নাহি চায়।
দীন ব'লে দীননাথ বুঝিয়ে ঠেলেছে পায়॥

(উদ্ধবের প্রবেশ)

উদ্ধব। গীত।

ওরে কেরে তোরা—কার তরে—ঝুরিছে নয়ান।
কি নিধি সে—কৈ নিয়েছে—কে হেন পাষাণ২ ॥

শ্রীদাম। গীত।

ওগো জীবনের সাথি, শৈশব স্যাঙাতি,
বড় ভাল বাসা ভাই।
হাসিয়ে হাসাত, নাচিয়ে নাচাত,
কাঁদিয়ে কাঁদাত নাই।

সুদাম। গীত।

আঁখিতে আঁখিতে, রাখিত থাকিত,
পিয়াতো পীযূষ বোল।
তিলেকের তরে, ইতি উতি গেলে
তুলিত রোদন রোল।

সুবল। গীত।

হেন ভাল বাসা, চরণে দলিয়ে,
ছেড়ে গেছে নিরদয়।
কাঁদিলে কাঁদে না, সাধিলে আসে না,
ডাকিলে না কথা কয়।।

উদ্ধব। গীত।

বিরহী শুন শুন বচন হামারি।
সখা তুয়া সুন্দর, সর্ব্ব গুণাকর,
ধরম করম সদাচারী ॥

তুহুঁ লাগি বিকল, সদত সুচঞ্চল,
নয়নে গলয়ে জলধারা।
হাহা রব করি, কিবা দিবা শর্ব্বরী,
ঘুমত ফিরত চিত হারা॥
নব দূরবাদল, শ্যাম মোহন তনু,
অতি ভেলো দুবরি বিষাদে।
সোয়াথ নাহি ক্ষণে, কম্পনে শিহরণে,
রোয়ত রহত অবসাদে॥

সুবল।—ভাই, কে তুমি? কে তুমি ভাই কানাইয়ের বেশে আমাদের দগ্ধ প্রাণ অমৃত ধারায় ধুয়ে দিতে এলে? আমাদের এ জলন্ত আগুন কে তুমি নির্ব্বাণ কর্ত্তে এলে? আহা সেই সুমধুর কণ্ঠ, সেই সুধাভাষ, সেই আদর মাখামাখি ভাব, এসব কোথায় পেলে ভাই? তুমি কি আমাদের সেই সুদূর স্মৃতি সুখের শৈশব লীলার সঙ্গী হয়ে সেই সুখ স্বপ্ন দেখাতে এসেছ?

সুদাম।—তাই তো ভাই! এ নিরানন্দের দিনে এমন আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শন তো আমাদের ভাগ্যে আছে বলে জ্ঞান হয় না। অভাগা আমরা, আমরা যে ভাই সর্ব্বস্ব হারিয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্চি, আমাদের আদর করবার তো আর কেউ নাই, আমাদের সুখ গেছে, শান্তি গেছে, খেলা ধূলা এ জন্মের মত হারিয়ে বসেছি; সব ফুরিয়েছে, শুধু এই জীর্ণ কঙ্কাল্ কখানা অবশিষ্ট আছে; শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই; ব্রজ গোকুলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শুধু হাহাকার, সবাই কাঁদে, পশু, পক্ষী, নর নারী, বালক, বালিকা, তরু, লতা, নদ, নদী, সবাই কাঁদে, কেউ সান্ত্বনা করে না, ভাই, তাই বলি. বল কে

তুমি? এত দিনের পর কে তুমি সদয় হয়ে অভাগাদের মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা কর্ত্তে এসেছ?

উদ্ধব।—ভাই, আমি সেই ভক্ত সখা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের দাসানুদাস, নাম উদ্ধব। তোমরা তাঁর প্রিয় বয়স্য, প্রাণসম প্রিয়তম, তাই তোমাদের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে আর অপূর্ব্ব সখ্য ভাব শিক্ষার আশায় ছুটে এসেছি। ধন্য ভাই, ধন্য তোমরা! আজ আমি ধন্য হলেম! এত মমতা, এত সরলতা জগতে আর কোথাও কি আছে?

সুবল।—ভাই, সত্য ক'রে বল, ভাই কানাই কি তোমায় পাঠিয়েছেন?

শ্রীদাম।—বল ভাই বল, তিনি কি ভ্রমেও আমাদের মনে করেন?

সুদাম।—একবার বল ভাই, আর কি আমরা তাঁর সেই চাঁদ মুখখানি দেখ্‌তে পাব?

উদ্ধব।—ভাই, তোমাদের ত্যাগ করে গিয়ে কি সেই অনন্ত করুণাময় নিশ্চিন্ত আছেন? তাঁর প্রতি কথায় তোমরা; প্রতি দিন তোমাদের কথা তাঁর জপমালা, তোমাদের জন্য চক্ষের জল না ফেলে তিনি কোন কাজ করেন না, তোমরা তাঁর, তিনি তোমাদের; অধম নারকী আমি, তোমাদের মায়া মমতা, তোমাদের আত্ম সমর্পণের স্বর্গীয় ভাব আমি কি ছার যে আমি বুঝ্‌তে পারব।

সুবল।—ভাই! তবে কি এই অভাগাদের ভাই কানায়ের মনে আছে? তবে কি আমরা একেবারে তাঁর পর হ'য়ে যাই নি? এই দরিদ্র গোপবালকদের তবে দেখ্‌ছি তিনি চরণে রেখেছেন? তিনি দিনান্তে একবারও মনে করেন। আহাহা!

চক্ষের জল ফেলেন! সে নলীন নেত্র তো ভাই কাঁদবার জন্য হয় নি? আমরা কাঁদি, কিন্তু তাঁর কান্না তো কখন চক্ষে দেখতে পারি না, সে জ্বালা তো ভাই এ বক্ষে কখন সয়নি! মরি মরি! কেউ কি তাঁর সেথা চক্ষের জল মুছিয়ে সান্ত্বনা ক'র্ত্তে নেই? ভাইরে কোথা তুই? একবার হেথা আয়! আমরা তোর চক্ষের জল মুছিয়ে দেব, কিছুতেই আর কাঁদতে দেব না! হেথা তোর পিতা কাঁদে, মাতা কাঁদে, গোপ গোপী গাভী বৎস সবাই কাঁদে, একবার আয় ভাই, একবার এসে দেখে যা, আর আমরা কাঁদ্‌ব না, তোকেও আর কাঁদতে দেব না, আয় ভাই আয়রে, শূন্য প্রাণ সবার পূর্ণ করে দিবি আয়, তোকে কোলে নিয়ে মৃতপ্রায় ব্রজগোকুল নবজীবন পেয়ে বেঁচে উঠুক্‌!

উদ্ধব। ওহো! এতো চক্ষের জল, এতো দীর্ঘনিশ্বাস, এতো হাহাকার, এতো মমতা, এতো মর্ম্ম-যাতনা, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কেমন করে উপেক্ষা করে গেলেন!

সুবল। না ভাই, না ভাই, তাঁর কোন দোষ নাই, তিনি তো আমাদের নিষ্ঠুর ভাই নন, তিনি তো আমাদের নিদয় হয়ে ফেলে পালান নি, তাঁকে যে জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে আমাদের পর করে দিয়েছে! সে যে ভাই নির্ম্মম হৃদয়ের দেশ! তারা যে আমাদের কোল্‌ থেকে কৃষ্ণচন্দ্রকে কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে! নিয়ে গেল, একেবারে নিয়ে গেল, আর দেখতে দিলে না, কে জানে কি মন্ত্র যে তার কানে দিলে, সে আমাদের দিকে আর ফিরে চাইলে না। আমরা কোন্‌ ছার, সেই মহামায়ার অবতার একটি বারও তার মা বাপকে মনে কর্ত্তে পায় না, মনে কর্ত্তে চাইলে না কি তারা ভুলিয়ে দেয়! ভাই কানাইকে ভুলিয়ে রেখেই তো আমাদের এই সর্ব্বনাশ করেছে!

উদ্ধব। আহা সরল প্রাণ তোমাদের! তোমাদের এই যাতনা! মরি, মরি! চক্ষে যে আর জল রাখতে পারিনি! ভাই, বলি শোন, কানাই তোমাদের আবার আসবেন, আবার সেই চাঁদ মুখ তোমরা দেখতে পাবে, এবার এলে আর ছেড়ে দিও না, তোমাদের ধন দিবা রাত্রি তোমাদের কাছেই রেখো।

সুদাম। ও ভাই দিবা রাত্তির কি? বুক চিরে রেখে দেব, ব্রজ হোতে একটি পাও আর নোড়তে দেবনা, এবার ফিরে এলে কি সে নিধি আমরা আর কাউকে দেখতে দেব?

(নেপথ্যে "বৃন্দাবন ধন"।)

উদ্ধব। ও কি?

সুবল। কান্নার শব্দ! গোকুলময় এখন কেবল ওই শব্দই শুনতে পাবে, সবাই এখন খেতে শুতে উঠতে বোসতে কেবল সেই সুধামাখা নাম গান কোরে প্রাণের দুঃখ মেটায়! ওই বুঝি গোপিনীরা সন্ধ্যার প্রদীপ দিতে যমুনার ঘাটে চলেছে।

(গান করিতে করিতে প্রদীপ হস্তে
গোপিনীগণের প্রবেশ।)

গীত।

বৃন্দাবন ধন, গোপিনী-জীবন,—
কাঁহাগেও মোহন মুরারী।
হরি হরি কাঁহা গেও বিপিনবিহারি॥
কাঁদে কোকিল কুল—
মৃগকুল আকুল,
কালিন্দীতট বট সুরভি কুঞ্জারি।
হরি হরি কাঁহা গেও বিপিনবিহারি॥

উদ্ধব। আহা, এ শোকের চিত্র সুচতুর চিত্রকরের হাতে বড়ই ফলেছে। হা নিষ্ঠুর চিত্রকর! চিত্রে চক্ষের জলটুকু পর্য্যন্ত এঁকে গেছো! শোকের সঙ্গীত শুনে গাভীবৎসগণও উচ্চ মুখে আহার ত্যাগ করে অশ্রুপাৎ করছে; চল ভাই রাখাল চল, আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, দেখি এ শোকের সীমা কোথায়?

সুবল। চল ভাই, চল, তোমায় পল্লী দিয়ে নিয়ে যাই, দেখবে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে; গাছ পালা সব শুষ্ক, ফুলের গাছে ফুল ফোটে না, মধুকর আর গুন্ গুন্ করে না, পশু পক্ষী ডাকে না, পথে জনতা নেই, দেবী মন্দির উৎসব-হীন, প্রতিমা মলিন সন্ধ্যায় পুরবধূ আর শঙ্খধ্বনি করে না, নয়ন জলে সন্ধ্যা সতীকে আহ্বান্ ক'রে, তার কোলে মুখ লুকিয়ে বাঁচে, পোড়া মুখ কেউ কাউকে দেখাতে চায় না। ভাই, বল দেখি ভাই? যাদের কৃষ্ণ হেন ধন পালিয়ে গেছে, তারা আর কোন্ মুখে মুখ দেখাবে? কৃষ্ণ হারা হয়ে আমরা কিশোর থেকে অকস্মাৎ যুবা হয়েছি, যুবায় প্রবীণ, প্রবীণে বৃদ্ধ, আর বৃদ্ধ গোপ একের পর অন্যটি একে একে জন্মের শোধ জ্বালা ভুলে চলে যাচ্চে। চল ভাই দেখবে চল! পিতা নন্দ মাতা যশোমতী কি দশায় আছেন? কৃষ্ণ-শোকানলে তাঁদের প্রায় সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়েছে, কেবল মাত্র ভস্ম হতে বাকি! চল ভাই, যদি তুমি আশামৃত দিয়ে ফেরাতে পার! কাল পথ যাত্রী তাঁরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন।

উদ্ধব। চল ভাই রাখাল, চল!

পাষাণে বাঁধিনু প্রাণ,
শুনিব শোকের তান,

হৃদয়ের স্তরে স্তরে গাঁথিয়ে লইব।
অশ্রু জলে মিলাইয়া লহরি তুলিব।
দেখিব পাষাণে তাঁর,
ঝরে কি না অশ্রু ধার,
নহে অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক করিব।
ভক্ত বাঞ্ছা কল্প তরু আর না কহিব।

রাখালগণের— গীত

"ওহে উদ্ধব, দেখ সব আসি গোকুলে।
বেঁচে কি কেউ আছে প্রাণে কৃষ্ণ বিচ্ছেদ অনলে॥
সুখাল নব পল্লব,
বিহনে রাধাবল্লভ,
যমুনা হ'ল অর্ণব গোপীর নয়ন-সলিলে॥"

[সকলের প্রস্থান।

[দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত]।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(নন্দরাজের অট্টালিকা সংলগ্ন ঠাকুরবাটী প্রাঙ্গন-
মন্দিরে ভবানী-প্রতিমা।

(অন্ধ নন্দের হস্তধারণে উপানন্দের প্রবেশ।)

উপা। কহ আর্য্য সর্ব্বনাশ কেমনে নিবারি ?
কারে ধরি, কারে করি নিবারণ ? কেবা

শোনে কার কথা? সবাই অস্থির, যথা
ঘোর ঘূর্ণি ঝটিকা তাড়নে ডোবে তরী,
সহযাত্রী যে যথায় আপনা বাঁচাতে
অস্থির, অকূলে কূল পাইতে সাঁতার!
ব্রজ-বাসী বাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী
কেহ না থাকিতে চায়, কহে জনে জনে
অভিষপ্ত হ'য়েছে এ ভূমি, রাম কৃষ্ণ
বিহনে শ্মশান, যে অবধি গেছে চলে
রোদনের রোল্ ঘরে ঘরে, প্রতি ঘরে
কাঁদে উচ্চে বালক বালিকা; যুবা যুবী
আকুল কুন্তলে; প্রবীণ প্রবীণাগণ
শোক শেল না পারি সহিতে—জর্জ্জরিত
দেহ ঢালি চিতার অনলে, একে একে
করে পলায়ন; অবিরত চিতাধূমে
আচ্ছন্ন গগণ, হরিধ্বনি ঘরে ঘরে,
প্রান্তরে চত্বরে, বিপদের পারাবারে
প্রতি পল্লী রয়েছে ডুবিয়া; কে গৃহস্থ
হেন ভূমে রহিবারে চায়? নিরুপায়
ব্রজ ত্যজি সবাই পলায়; মথুরায়
করি বাস, প্রাণ কৃষ্ণে নিরখিবে সদা,
সেই আশে উল্লাসে আবাস করি ত্যাগ,
পরবাসে ছুটিতেছে না শুনে সান্ত্বনা;
বলে শান্তি কোথা এ শ্মশানে? ব্রজধাম
একের বিহনে আজ হ'য়েছে শ্মশান!
কহ আর্য্য এ শঙ্কটে কি করি বিধান?

নন্দ। ওরে ভাই, ব্রজে তবে কেহ কি রবে না?
বজ্র দগ্ধ বিটপীর মত, একা আমি
রহিব কি ধ্বংসশেষ চূর্ণপুরী মাঝে!
একা একেশ্বর হ'য়ে, রহিতে কি হ'বে
তবে শাসিতে এ শূন্যধাম? চিতাভস্ম
মাখি দেহে, প্রেতকুলে ল'য়ে, নাচিব কি
চির উন্মাদের মত এ মহা শ্মশানে?
বল ভাই, অন্তিমে অভাগা ভাগ্যে এই
কিরে ছিল? সবাই ত্যেয়াগী যাবে? হেন
সর্ব্বনাশ কালে, এ বৃদ্ধের মুখ পানে
কেহ না চাহিবে? অন্ধ অসহায়ে ফেলি
পুত্রশোক নরক অনলে, পাগলিনী
সাধ্বী যশোদায়, সঁপি দিয়ে নৈরাশ্যের
অন্ধ তমসায়, আত্ম পরিজন জ্ঞাতি
কুটুম্ব এ ব্রজপুরজন, পলাইবে?
একবারও ফিরে না চাহিবে? ভগবতি,
এই কি করিলে! বাল্যাবধি কত জ্বালা
কত মর্ম্ম দাহনে সহিলে, কত শোক
সহাইলে, সহিষ্ণুতো বজ্রে বাঁধি বুক!
বিমুখ বিধাতা, মাগো তুইও কি বিমুখ?

উপানন্দ। আর্য্য, আর্য্য, কেন কর দুঃখ? কৃষ্ণ হেন
তনয়ের শোক, বক্ষ বাঁধি সয়েছে যে
সেতো দেব হয়েছে পাষাণ! আশা তৃষ্ণা
দুঃখ সুখ, শয়ন ভোজন, জ্ঞান কর্ম্ম,
সংসার পালন, মানসিক বৃত্তিচয়

সকলি তো হোয়েছে নির্ব্বাণ। শূন্য মনে
শূন্য প্রাণে, নিশ্চেষ্ট অবশ জড় মত
যে কদিন রহে প্রাণ রহিতে হইবে
কি হইবে রাজ্য আর! ছার রাজ্য ভার
কদিনের তরে আর বহিয়া বেড়াবে?
কার তরে করিবে সংসার? সংসারের
সার ধন হারায়ে ছেড়ে বসেছো, দেহ
ব্রজের জীবন, প্রাণশূন্য কায়া আর
কদিন রহিবে? আজি নয় কালি, নহে
দুই দিন পরে গোপরাজ্য হবে বন;
শ্বাপদশঙ্কুল ধ্বংস অট্টালিকাচয়
কালে বিশ্ব বক্ষে লুপ্ত হইবে নিশ্চয়!!
তাই বলি, নাহি কর খেদ, যে যথায়
যেতে চায়, যাক ক্ষতি নাই! দুই ভাই
চল আর্য্যা যশোমতী সাথে, ব্রজ ত্যজি
বনবাসে যাই! নিরাহারে হরিনাম
লইতে লইতে, পরমার্থ প্রেমালাপে
ভুলিয়ে গে থাকি, এই প্রপঞ্চ মায়ার!
প্রাণে প্রাণ কৃষ্ণধনে পাইব আবার!
সাধনের ধন সে সাকারে নিরাকার।

নন্দ। কি বলিস ভাই? শেষ নাহিত আশার!
আশা আছে প্রাণ কৃষ্ণে আবার পাইব,
আবার সে ব্রজে এসে সুধা বরষিয়ে
নির্জ্জীব নিদ্রিত জীবে জাগাবে জীয়াবে,
আবার গোকুল মগ্ন আনন্দে ভাসিবে!

ভবরাণী বল গো ভবানী! এ আশাতো
দুরাশা না হবে? বলগো করুণাময়ি!
ভিখারির নিধি মোর ফিরেতো আসিবে?

উপানন্দ। পুত্র ভিক্ষা কার কাছে করিছ গো দেব!
পাষাণনন্দিনী উনি, আপনি পাষাণী,
পাষাণে করুণা ওঁর জানে জগজন!
ভক্ত দীন অকিঞ্চন, সহস্র বৎসর
একাসনে করি তপ, বক্ষ রক্ত ধারে
ধোয়াইয়ে ও চরণ, নাহি পায় মন,
নাহি পায় কণামাত্র করুণাকিরণ,
অন্ধ তমসায় শুধু কাটায় জীবন।
নহে গৃহদেবী উনি, কুল রক্ষা কালী.
কই রক্ষা করিলেন বিপদের কালে!
সর্ব্বনাশ ঘটে গেল সম্মুখে উঁহার;
ভক্তে যদি থাকিবেক মায়া, কই তবে
মহামায়া, শান্তি দানে বাঁচালেন ব্রজে?
কাঁদিয়া জনম যদি যাবে, কবে তবে
হৃদাবেগে উচ্ছ্বাসে হাসিবে, মনোরথ
কবে সিদ্ধ হ'বে? অভাগা ভক্তের ভাগ্য
ভাবি তাই চিরদিনই অপ্রসন্ন রবে!

নন্দ। দোষ 'ভাই, দোষ' ভাগ্যদেবে! মা আমার
উৎস করুণার! সেই দিন, যেই দিন
পাপ মথুরায়, কে নির্ম্মম, নাহি জানি
ভুলায়ে লইল কাড়ি কোল হ'তে মোর
রাম কৃষ্ণ দুলালে আমার, ব্রজপতি

লইলাম বুকে, হাহাকার রবে সবে
কাঁদিতে কাঁদিতে, ফিরিলাম গোকুলের
পথে ; শূন্য রথ হেরি, সবে শূন্যময়
হেরিল জগৎ ; অজানিতে অশ্রুধারা
উথলিল, দরদর ঝরিতে লাগিল,
সবেগে শোকের ঝড় বহিয়ে চলিল !
কই কৃষ্ণ ! কোথা কৃষ্ণ ! কোথা রেখে এলে
এনে দাও একবার নেহারি সকলে,
বলিতে বলিতে যেন উন্মাদের মত,
চারি ধারে, করে ধ'রে, সমগ্র গোকুল
যাচিল শ্রীরামকৃষ্ণে, হইনু আকুল ;
হেরিলাম গোপ গোপী হারাল সম্বিত।
সেই দিন সে বিষম দিনে ভাই-ওই-
মা করুণাময়ী, আশামৃত দানে, প্রাণে
বাঁচালেন সবে, শব সম ব্রজবাসী
বুক বাঁধি পথ পানে রহিল চাহিয়া !
ভাই, ভাই, নিঠুর তো নহে সে আমার !
বড় মায়া আসিবে আবার ! দয়াময়ি,
দিন দে মা, এনে দেগো তনয়ে আমার !
অতি দীন ত নয় মা তোর, চিরদিন
ও রাঙ্গা চরণ ধরি আছে তো পড়িয়া,
দে মা এ জ্বলন্ত জ্বালা নির্ব্বাণ করিয়া ; (প্রণাম)

(রাখালগণের সহিত উদ্ধবের প্রবেশ ।)

উপানন্দ । ও শ্রীদাম, একি হেরি ? ওরে কৃষ্ণধনে
কোথায় পাইলি ?

নন্দ। কই! কই! ওরে! ওরে!
কোলে দেরে, কইরে, কোথারে, আয় বাপ
বাঁচারে সবারে!

উদ্ধব। কৃষ্ণ ধন নহি তব
পিতঃ দাস তাঁর, বৃষ্ণি বংশে জন্ম, নাম
আশ্রিত উদ্ধব, প্রেরেছেন হেথা মোরে,
পিতৃ মাতৃ পরিজন কুশল সংবাদ
লইতে, জানাতে তাঁর প্রণাম সকলে।

নন্দ। ওরে বাপ, কি দেখিতে আইলি গোকুলে?
কৃষ্ণ ধনে হারা হয়ে কে রহে কুশলে?
অকুশল হের চারি ধারে-পিতা আমি
অন্ধ কেঁদে কেঁদে, মাতা হোথা পাগলিনী
পারা; গোপ গোপী আত্ম পরিজন, প্রাণ-
হীন ছায়া কায়া বহিয়া বেড়ায়; স্থির
নীর যমুনার; পশুপক্ষী নাহি চরে;
কেঁদে ফেরে শ্যামলী ধবলী; ওরে বাপ,
কি আর কহিব, সর্ব্বস্ব হারায়ে এবে
হইয়াছি পথের ভিখারী, একা কৃষ্ণ
সব নিয়ে গেছে; বল্‌রে উদ্ধব, বাপ,
সে তো ভাল আছে? মায়ার পুতলি মোর,
পিতায় মাতায় তার মনে কি রেখেছে?
কোন কথা বোলে কি দিয়েছে? বোলে ছিলো
বিদায়ের কালে, রাজকার্য্য সারি পুনঃ
আসিবে এ কোলে; সত্য করি বল্ বাপ,
সে কার্য্য কি এখনো রয়েছে? এখনও কি

বৎস মোর, বিপদের বারিধি-বেলায়,
প্রবল ঝটিকা ঝঞ্ঝা একেলা সহিছে?
আহা, সে যে বালক আমার! সোহাগের
শিশু সে কিশোর সুকুমার! চোখে চোখে
রাখিতাম তারে! সামান্য শ্রমের ভরে
কাঁদিত কাতরে, কোলে তুলে যশোমতী
ক্ষীর সর খাওয়াতো সাদরে! হায়, হায়,
মমতায় কে রতনে সে যতন করে?
কেবা এবে শ্রমজল মুছায় আদরে?
কার কোলে লুকায় সে অভিমান ভরে!
আহা, রে উদ্ধব, সে যে আছে পরঘরে!
পরঘরে আমাদের কভু মনে করে?

উদ্ধব। কি কহিব গোপপতি! হেন অনুরাগ,
হেন ভক্তি পিতায় মাতায় দেখি নাই
বুঝি এ জনমে! মমতায় ভেসে যায়
দিবারাতি দেখি দুনয়ন! কত মতে
কাঁদেন যে স্মরি ব্রজধাম; কত কথা
কহেন আমায়; কত স্নেহ, কত মায়া,
মায়াময়ী যশোমতী মার, এক মুখে
নারেন কহিতে; কহিতে কহিতে কভু
উন্মাদের মত, বলায়ের গলা ধরি
সকাতরে করেন রোদন; গোকুলের
আবাল বনিতা বৃদ্ধ পশু পক্ষী আদি,
সবাকার নাম লয়ে আছেন সতত;
ব্রজের ধূলিতে প্রেম, পূর্ণ প্রেমময়!

না জানি সে মহাপ্রাণ কতই উন্নত,
ব্যথা দিতে নারেন সামান্য কীটাণুরে!
সামান্য দাসানুদাস দাসে, সখা বলি
বাড়ায়ে গৌরব; পাঠালেন শান্তি দিতে
অশান্ত এ ব্রজভূমে; কহিলেন প্রভু—
যাও ভাই, অনলে বরষি এস বারি;
বলে এস মাতায় পিতায়, সখা সখী
পৌরজন গণে, সত্বর মিলিব সবা-
সনে, অবিলম্বে কার্য্য শেষ হবে, ভবে
বৃন্দাবন আমার আনন্দ নিকেতন;
আমাতে সবার সত্বা আমি সর্ব্বজন!!

উপানন্দ। আহা মরি, ব্রজের সে অমূল্যরতন!
তারি মুখে সাজেরে এ অতুল বচন!
নির্জ্জীব সজীব আজ হবে, রোদনের
উচ্চ রোল সহসা থামিবে; উদ্ধব রে,
কি কহিব প্রাণ দিলি সবে; মা ভবানী,
বড় কৃপা দেখালি! পাষাণী নাম তোর
আজি হ'তে ভুলিতে চলিনু! চল আর্য্য!
লয়ে চল কৃষ্ণ-সখা পরম বৈষ্ণবে,
অমৃত ধারায় যশোদায় জীয়াইবে;
পাগলিনী কৃষ্ণ আসা আশায় ভাসিবে!

উদ্ধব। চল দেব, বড় সাধ দেখিতে তাঁহায়,
প্রণমিতে আদর্শ সে জননীর পায়,
দেখিব কি পবিত্র মূরতি মমতার,
কিসে বাঁধা, কি পুণ্যে সে পূর্ণ অবতার।

নন্দ। ওরে বৎস, আয় তোরে তুলে লই কোলে!
ডাকিবি চ যশোদায় মা জননী ব'লে!
কৃষ্ণ আসা আশা দিয়ে যে তম নাশিলি,
যে শুভ্র আলোকে আজি ব্রজ উজলিলি;
কি দিব তাহার প্রতিদান? চিরজীবী
হয়ে থাক করি রে কল্যাণ !সুমঙ্গল
সাধুন্ সতত তোর মঙ্গলা আমার,
সুমঙ্গলা মা আমার মঙ্গলনিদান
ধরায় দেবতা যোগ্য হউক সম্মান।

উদ্ধব। বল আর্য্য, মতি যেন থাকে নারায়ণে!
অন্তিমে মিশিতে যেন পাই সে চরণে!

উপানন্দ। ধন্য সাধু কিশোরে পণ্ডিত! সুচরিত
দেব নরে করিবে সম্প্রীত; সাধি হিত
জগতের, কীর্ত্তি চিত্রে রহিবে অঙ্কিত।

নন্দ। চল বৎস, এস ভাই যশোমতী পাশ,
সুসংবাদে মনের তিমির হবে নাশ।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

নন্দরাজের অন্তঃপুরস্থ পুষ্পোদ্যান।

(যশোদা ও পৌর্ণমাসী তপস্বিনীর প্রবেশ।)

পৌর্ণমাসী। নন্দরাণি! তুমি যে পাগল হ'লে মা? মুখখানি মলিন করে, নীরব হ'য়ে, অমন করে শূন্য দৃষ্টিতে থাক কেন? থেকে থেকে অমন পাঁজরভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাসই বা ফেল কেন? ওতে যে মা ঝলকে ঝলকে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। ওর চেয়ে কেন ডাক্ ছেড়ে কাঁদ না? হঁ্যা মা! তুমি কি আমার কথা শুন্‌চো না।

যশোদা। কেন মা, কেন তুমি আমার আদর কচ্চো? কেন তুমি আমায় ভাল বাস্‌ছ? তোমার বুঝি গোপাল ঘরে আছে? গোপাল বুঝি এসেছে? তোমার আঁচলটি ধরে নেচেছে, ননী খেয়েছে! তুমি তাকে ধুইয়ে মুছিয়ে, মাই দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বুঝি চ'লে এসেছ? মা! আমার গোপাল কৈ? আমার বুক জুড়নো সোণার নিধি নীলমণিধন কই? আমার বাছা তো কই এল না? কই মা কই? আমার কোলে তো কেউ তাকে দিলে না! হঁ্যা মা, কে বুঝি তাকে ভুলিয়ে নে গেছে? এই দেখ, এই দেখ, এই দেখ! এই যে বাপ আমার কোল্ জোড়া হয়ে হেথা ছিল, মা! কই মা, যাদু আমার কোথায় পালাল, বাবা! কোথায় গেলি, তোর দুঃখিনী মাকে একলা ফেলে কোথায় লুকুলি? একবার এসে মা ব'লে

যাও! মা একবার খানি তারে এনে আমায় দেখিয়ে নিয়ে যাও, আমি তো বাছাকে আমার আর মথুরায় যেতে বারণ করবো না। উঃ-গোপাল যে আমার গেছে, চলে গেছে, একবারে চলে গেছে, আর ফিরে আস্‌বে না, আর এ অভাগিনীকে মা বলে ডাক্‌বে না! না গো না! সে যে আমায় বলে গেছে "না" উঃ! বুক বুঝি ফেটে গেল! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

পৌর্ণমাসী। না জানি মা তুমি কি সর্ব্বনাশই কর্ত্তে বসেছ? দিনে খাওয়া নেই, রেতে ঘুম নেই, হুতাশে হুতাশনে শুকিয়ে পাত হয়ে যাচ্চ! একে ত এ দিকে গোপাল হারা ব্রজে, দিবা-রাত্তির হাহাকার শব্দ উঠছে, গোয়ালের গোরু গোয়ালেই বাঁধা রয়েছে, মাঠের ধান মাঠে পড়ে মাটি হচ্চে, ননী মাখন ঘরে পড়ে পড়ে শুকুচ্চে, বাড়ী ঘর দোর্ সব কাঁটায় লতায়, ঘাসে জঙ্গালে একাকার হয়ে পড়েছে, সোনার সংসার সব ছারখার হয়ে যাচ্চে, পোয়াতি আর ছেলেকে মাই দেয় না, সোয়ামী আর মাগ ছেলেকে আদর করে না, বাপ ভাই সব কেউ কারু পানে চেয়ে দ্যাখে না; সবাই বুক চাপড়াচ্চে, মাথা খুঁড়ছে, আর গোপাল্ গোপাল বলে কেঁদে সারা হচ্চে। এখানে শ্রীনন্দের মুখ পানে ত আর চাবার যো নাই। আহা, বাছার তেমন তপ্ত কাঞ্চন মুর্ত্তিতে যেন কে কালী ঢেলে দিয়েছে, কেঁদে কেঁদে দুটি চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে! তার ওপর তুমি মা যদি ছেলের শোকে পাগল হয়ে না খেয়ে না দেয়ে মারা পড়, তা হলে রাজসংসারটা ত মাটি হয়ে যাবেই; তা ছাড়া এমন সোনার রাজ্য, লক্ষ্মী ছাড়া হয়ে একেবারে যমুনার গভ্‌ভে গিয়ে সেঁদুবে, একটী প্রাণীও বেঁচে থাক্‌বে না; এমন সর্ব্বনাশটা কেন কর্ব্বে মা? তোমার সোনার চাঁদ ত আবার ফিরে

আসবে, আবার এসে তোমায় মা বলে ডেকে তোমার প্রাণের জ্বালা শান্তি জল দিয়ে নিবুবে। সে ত তোমার মা আস্‌ব বলে গেছে। গোপাল ত তোমার মিছে কথা বল্‌বার ছেলে নয়।

যশোদা। আস্‌বে? আস্‌বে? কবে আসবে মা? তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, আমায় চুপি চুপি বলে দাও, মা, গোপাল আমার কবে আস্‌বে? আমি সোনার বাছাকে—

যশোদার — গীত।

ওগো আলুথালু কেশে বেশে, নয়ন সলিলে ভেসে,
আগু হয়ে আনিতে ছুটিব।
শ্রমবারি নিবারিয়ে, চাঁদ মুখ মুছাইয়ে,
কোলে তুলে লুকায়ে ফেলিব॥
একেলা হেরিব ব'সে, দেখিতে দিব না দশে,
ভুলায়ে লইতে নাহি দিব।
আমার আমারি রবে, গোপালের মা বলিবে,
স্নেহ রসে বিভোরা রহিব॥

(নন্দ, উপানন্দ ও উদ্ধবের একান্তে প্রবেশ।)

নন্দ। উদ্ধব রে ওই দেখ, ওই পাগলিনী।
ওই আলু থালু বেশা, বিগলিত কেশা,
বিবশা ব্যাকুলা যশোমতী; সুতহারা
জ্ঞান হারা, ফিরিছে যেন রে নষ্ট সুত
অন্বেষণে, সুতের সে যত প্রিয় স্থানে!
গোষ্ঠে দিবা অপরাহ্নে সন্ধ্যায় এখানে!

উপানন্দ। মা বলিয়া ডাক রে উদ্ধব! মা কথাটি
বহুদিন শোনেনি অভাগী; আহা সেই
মধুমাখা নব পিকবর কুহুরবে!
সখা তুমি তার, সেই স্বর, সেই রূপ
সেই সে মোহন ভঙ্গী মা ব'লে ডাক রে।

উদ্ধব। গীত।

মা কৈ, মা কোথা, ওমা যশোমতি মাই।
মায়াময়ী মুখ চাহি আইনু ধাওয়া ধাই॥

যশোদা। গীত।

ওরে মা বলা যে ঘুচেছে আমার।
কার বাছা মা বলিলি আয়॥
আমি হারানিধি পেয়ে যে হারানু,—
চাঁদ মুখ ভাল ক'রে দেখিতে না পেনু,
দেখি দেখি ক'রে নিধি হরে নিল হায়,—
তাই কাঁদিরে কাঁদিরে মমতায়।
ওরে মা বলিলি কেরে করুণায়॥

উদ্ধব।—মা, মা, আমি তোমার শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের দাস! তাঁর বড় ভক্ত ব'লে দয়া ক'রে আমায় তিনি আপনার চরণ দর্শন করতে পাঠিয়েছেন।

যশোদা।—ওরে! কেরে! কে বাপ কে তুই এলি? আমার কৃষ্ণচন্দ্র? বাবা আবার বল সে আমার কৃষ্ণচন্দ্র? আমার সোনার নিধি কোথায় বাবা? তুই কেন বাবা আমায় ছলনা করতে এসেছিস? ওরে আমি যে বড় অভাগিনী, আমায় যে তেমন ক'রে কেউ মা বলে না! বাবা তুমি এস, এই আমার কোলের ভেতর লুকিয়ে থাক! এ যে বাবা চোরের দেশ! তুমি

আমায় তেমন ক'রে মা ব'লে ডেকেছ জান্‌লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে? সক্কলে আমায় ফাঁকি দিয়ে আবার তোমায় বুক্‌থেকে ছিঁড়ে নিয়ে পালাবে! ওঃ বাপ্‌রে! একবার এলিনি? একবার তোর দুঃখিনী মাকে এক দণ্ডের তরেও দেখা দিতে এলিনি!

পৌর্ণমাসী।—মা! তুমি কি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চনা? তোমার নীলমণি যে তোমার কাছে এই ছেলেটিকে পাঠিয়েছেন তা কি দেখতে পাচ্চনা? ওকে সব জিজ্ঞাসা কচ্চনা, কোন কথা বোল্‌চোনা, একবার আহ্লাদও কোল্যে না? মা অমন কোরে চেয়ে থেকো না; একবার ভাল কোরে এর মুখখানি পানে চেয়ে দেখ দেখি; তোমার গোপালের চেহারা যেন গায়ে মেখে এয়েছে! আহা সেই মুখ, সেই চোক্, সেই নাক!

যশোদা।—কই ভগবতী কই? কই মা কই? কই দেখি বাবা! তোর মুখখানি একবার ভাল কোরে দেখি। (নিরীক্ষণ করিয়া) ওরে বাবা একবার মা বোলে ডাক, গোপাল আমার, একবার মা বোলে ডাক্!

উদ্ধব। মা, তুমি কেন এত কাতর হোচ্চো? তোমার গোপাল ফিরে আসবেন, তিনিতো মা নিষ্ঠুর নির্দ্দয় নন; তিনি মমতার ধন, স্নেহের পাগল, ভক্তির ভগবান, আমরা কোন কীটাণুকীট অধম জীব, আমরা তাঁকে ডেকে পেয়েছি, আর তুমি হেন মায়াময়ী, মমতারূপিণী মা জননী, তোমায় কি তিনি ভুলে থাক্‌তে পারেন? ছেলে প্রবাসে যায় আবার আসে, মা প্রাণের দায়ে কাঁদে আবার হাসে, কিন্তু তোমার মত এমন কোরে আত্মহারা পাগলিনী হোয়ে দিবারাত্তির মর্ম্ম পোড়ায় তো পোড়ে না!

নন্দ। অভাগিনী আশায় বাঁধহ পুনঃ বুক,
নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমগন রোহে
কেন প্রাণ হারাবে হেলায়? নিরুপায়ে
উপায় হোয়েছে, মধুপুরে মাধবের
মনে আছে মাতায় পিতায়, পাঠায়েছে
প্রেম-অশ্রুনীর-ধারা উপহার সহ,
প্রাণের ভকতি তার আমা দোঁহা কাছে;
আহা রাণি বৎস নাকি বড়ই কেঁদেছে,
সেই নবনীতে প্রাণ দুলাল মোদের,
সেই প্রাণে এখনও রোয়েছে; আদরের
জন্মভূমি স্মৃতি-কক্ষে জাগরিত আছে;
আসিবে দুদিন পরে মা বাপের কাছে।

যশোদা। আস্‌বে? আস্‌বে? আস্‌বে বলেছে? হ্যাঁ বাবা, আমার বুক জুড়নো ধন আস্‌বে বলেছে? তার দুঃখিনী মাকে দেখা দিতে এ ব্রজে কি আস্‌বে বলেছে?

উদ্ধব। হ্যাঁ মা, তিনি শিগ্‌গির আস্‌বেন। তাঁর এমন আদরের স্থান ছেড়ে তিনি কি থাক্‌তে পারেন! তাঁর আস্‌বার কথা বলতেই ত আমায় পাঠিয়েছেন।

যশোদা। তোমায় বাবা পাঠিয়েছেন! এই হতভাগিনী মাকে মনে পড়েছে! হ্যাঁ বাবা, গোপাল আমার ভাল আছে? মাখনলাল আমার তেম্নিটী আছে? তেম্নি করে এসে আমায় তেম্নি করে মা বলে ডাকবে বলেছে?

যশোদা। গীত।

(ওরে) বলরে বল অভাগী মায়ে গোপাল কি বলেছে বল।
মুদিত হয়ে রয়েছে বাপ ছিল হৃদি শতদল॥

সে যে দেহের ছিল রে বল,
হারায়ে তায় নাহি সে বল,
দুঃখিনীর সম্বলে কে বল ভুলায়েছে রে করে ছল ॥

উদ্ধব।— গীত।

ওমা চল মা তোর কোলে শুয়ে সকল কথা বলি চল।
প্রাণের জ্বালা ঘুচিয়ে দে তোর মুছিয়ে দিব নয়নজল ॥
মহামায়া মায়ের মায়া,
সেই মায়ে গঠিত কায়া,
মায়া ছায়া ভাই কানাইয়া মায়ায় কাঁদে অবিরল।
মা তোর মায়ায় কাঁদে অবিরল ॥

(যশোদার কর ধারণে উদ্ধবের গীত গাইতে গাইতে প্রস্থান।

[পশ্চাতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নন্দালয়-দ্বার—সম্মুখে স্বর্ণরথ।

(ললিতা, বিশাখা, চিত্রা গোপিনীগণের প্রবেশ।)

ললিতা। ওমা, এ আবার কার রথ! কে এ রথে কোরে এলো? একবার মথুরা থেকে রথে কোরে, কে জানে কে?—অক্রূর না ক্রূর কে একজন রাক্ষসে রাজদূত আমাদের মাথা খেয়ে গেছেন, আবার কোন মহাপুরুষ সেই কাটা ঘায় নুনের ছিটে দিতে এলেন? হ্যাঁলো! তোরা কিছু জানিস্?

বিশাখা। কি জানি বোন্, কিছুই তো বুঝতে পাচ্চিনা। তা যেই কেন আসুন্ না, আর আমাদের কি আছে যে নিয়ে পালাবেন? একা কৃষ্ণ বিনা আমরা তো সমস্ত ধন, জীবন, যৌবন, স্নেহ, ভালবাসা হারিয়ে বোসে আছি; কেবল ছায়ার মতন কায়া খানা পোড়ে আছে বইতো নয়; এতে আর কার কি উপকার হবে বল; যমের কোলে শুয়ে, চিতার বুকে আসন পেতে আর কার ভয় আমরা রাখি বোন্?

চিত্রা। ওলো! দ্যাখ, দ্যাখ, ওই যে আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র উদয় হোয়েছেন, একি অদৃষ্ট! একি সুপ্রভাত!

গোপিনীগণের গীত।

হরি মন মোহন রসময় অঙ্গ।
পীত বসন তনু তরুণ অনঙ্গ॥
মণিময় আভরণ রাজিত অঙ্গ।
কনক হার হিয়ে বিজুরি তরঙ্গ॥
অমল অমিয় মুখ অধর সুরঙ্গ।
হাসির হিল্লোলে হিয়ে উপজয়ে রঙ্গ॥
মুরলী মধুর ধ্বনি মদন তরঙ্গ।
রমণী রমণ চুড়ে গুঞ্জরয়ে ভৃঙ্গ॥
চল সখি চল কহি রাধিকা সঙ্গ।
আওল গোকুলে পুনঃ হিরি তিরি ভঙ্গ॥

[গোপিনীগণের গান করিতে করিতে প্রস্থান।

(নন্দ, উপানন্দ ও উদ্ধবের প্রবেশ।)

নন্দ। উদ্ধব রে! দেখিলিত বৃন্দাবন, গোষ্ঠ
বংশি বট, তট তাপনির, লতা কুঞ্জ-
বন, কদম্ব কানন, শ্যাম কুণ্ড, রাধা-

কুণ্ড, ভাণ্ডির তমাল তাল দেবপ্রিয়
গিরি গোবর্দ্ধন, মুকুন্দের মমতার
প্রিয় নিকেতন, একে একে সকলি তো
করিলি দর্শন ; দেখিলিতো বাপ ধন
নয়ন সলিলে সিক্ত গোপ গোপিনীর
প্রতি স্থান, প্রত্যেক কানন! কৃষ্ণধন
বিহনে সকলি শূন্যময় ; লোকালয়
ক্রমে ক্রমে হতেছে শ্মশান ; ব্রজধাম
ডুবিয়াছে বিচ্ছেদের অন্ধ তমসায়,
আমি যশোমতী জ্বলি প্রাণের জ্বালায়
তরুলতা জীবকুল করে হায় হায়,
রোদনের প্রতিধ্বনি কাঁদিয়া বেড়ায়।

উদ্ধব।—হে মানদ! ইহলোকে কে তব সমান,
কেবা মাতা যশোমতী সমা? হেন মতি
নারায়ণে কার এ জগতে? রাম কৃষ্ণ
প্রকৃতি পুরুষ, বিশ্ববীজ, উৎপত্তির
স্থান-প্রবেশিয়ে ভূত দেহে ভেদ জ্ঞান
নিয়মন করেন অনাদি। অন্তিমেতে
জীব যাঁরে, ভুঞ্জি কর্ম্ম বাসনা, মুহূর্ত্ত
তরে, ভাবি, স্বরূপ সাক্ষাতে, শুদ্ধ সত্ত্ব
মূর্ত্তি ধরি, মোক্ষ পদ লভে অনায়াসে।
হেন ভক্তি হবে কি নিষ্ফল? সাত্বতের
অধিপতি ভগবান আসিয়ে সত্বর,
প্রিয় কার্য্য সাধিবেন পিতার মাতার।
মহাভাগ, নিমীলিত মানস নয়ন

উর্ম্মিলি নিকটে হের প্রাণ কৃষ্ণধন ;
দেহিহৃদে বিরাজেন সদা, অভিমান
নাহি তাঁর, সবারে সমান ; অতি প্রিয়
অপ্রিয় বা উত্তম অধম, কেহ নাই ;
নাহি পিতা, নাহি মাতা, নাহি পত্নী পুত্র
আত্ম পর, নাহি দেহ, জন্ম কর্ম্ম হীন ;
কার্য্য কালে নির্গুণে সগুণ, দেহ ধরি
নামেন ধরায় ধর্ম্ম স্থাপনে, রক্ষণে
সাধুগণে। হে ভূপাল, সর্ব্বজীবে তিনি ;
পরমাত্ম-ভূত শ্রুত, দৃষ্ট, বর্ত্তমান,
স্থাবর জঙ্গম, তাঁর সবাই সমান !
পুত্র-আত্মা, পিতা মাতা ঈশ্বরাবতার,
একার নহেন কৃষ্ণ, যে ডাকে তাহার !

উপানন্দ। জ্ঞান-বৃদ্ধ, বুঝাইলে সার ; মহামায়া
মোহ ঘোরে, সবে করে আমার আমার !

নন্দ। আহা ভাই ! কত পুত্র ফিরে কত কার !
যার নিধি সেই জানে কত সে মায়ার।

উদ্ধব। চল আর্য্য, বুঝাইব, বুঝিব বিস্তার,
অবিনাশী আত্মারাম কবে হন কার !

নন্দ। ভাল, দেখি, ভক্তিমার্গে কি কর বিচার !

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিগতশ্রী নিকুঞ্জ মধ্যে পদ্মপত্রশয়নে রাধিকা,
বৃন্দার পদ্মপত্রে বিজন।

রাধিকা। গীত।

"কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা মোর গুণনিধি সে চাঁদবদন॥

বৃন্দা। আহা কি যাতনা রে!

রাধিকা। গীত।

কাঁহা মোর প্রাণ বঁধু নব ঘন-শ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর জিনি কোটি কাম॥

বৃন্দা। আহা মরি, কি মর্ম্মভেদী যাতনা রে!

রাধিকা।— গীত।

কাঁহা মোর মৃগমদ কোটীন্দু শীতল।
কাঁহা মোর নবাম্বুদ সুধা নিরমল॥"

বৃন্দা। আহা, আহা, শোকের বীণা নিরব হল যে? এত তাপ, এত দাহ কি অবলার প্রাণে সহ্য হয়? হায় হায় সোনার কমলিনী বুঝি অকালে শুষ্ক হয়ে যায়! অভাগিনীর অন্তরের তাপ, দেহ আবরণ ভেদ করে চারিদিক্ অগ্নিময় করে তুলেছে। পদ্ম পাতার শয্যা বিশীর্ণ, পদ্ম পাতার বাতাসেও বুঝি অগ্নি বৃষ্টি হচ্চে, নইলে এত যন্ত্রণা, এত মোহ কেন? এ শয্যা কণ্টকীর এত যাতনা যে আর দেখা যায় না! কিশোরি, একটু শান্ত হও,

একবার চক্ষু চাও, সজল নয়নে একবার আমার পানে ফিরে চাও, একটিবার আমার গলা ধরে কাঁদ।

রাধিকা। (উঠিয়া বৃন্দার গলা ধরিয়া) বৃন্দাবলি, দিদি আমার, আমার কেন এ যন্ত্রণা? আমি যেন আর সইতে পাচ্চিনি? আমার প্রাণ আকুলি বিকুলি হয়ে উঠছে, যেন দিদি বাঁচতেও পাচ্চিনি, প্রাণ ধরে মরতেও পাচ্চিনি; দিদি বলনা, আমার প্রাণের দেবতা কই? কোথায় চলে গেল, আর এল না যে? উঃ মা গো, মরণ কেন হয় না!

বৃন্দা। হা নিষ্ঠুর! একবার ফিরে চেয়েও দেখলে না? এ হতভাগিনী যে চরণের দাসী, সে চরণ খানি কি পাপে লুকালে ঠাকুর? এতো প্রেম নয় মুরারী, এতে যে সুধু কাঁদালে ভাই, কাঁদলে না তো? কমলিনি! তোমায় ও বলি বোন্, অতি বড় প্রেমেরই অতি বড় বিচ্ছেদ; যে প্রেম পায়ে ঠেলে চলে যাওয়া যায়, সে তো নটের প্রেম, ফটিকের বাসন, অল্পে ভাঙ্গে, সহজে জোড়ে না; তার আবার বিরহই বা কি, কান্না-ইবা কেন, জলে পুড়ে মরবারইবা দরকার কি? লম্পট চূড়া-মণি কালাচাঁদ তোমায় কাঞ্চন বলে কাঁচ দিয়ে ঠকিয়ে গেছেন, অমৃত সরোবরে না নাইয়ে, গরলের নরকে ডুবিয়ে দিয়ে গেছেন, তবুতো তোমার চৈতন্য হোচ্চে না?

রাধিকা। আহা দিদি, ও কথা বোলোনা, পোড়া বুকে ও কথাটি আমার সয়না! আমি তো দিদি সকল ভুলে, সবাকে ত্যাগ করে, লম্পটের কাছে প্রেম যাচিঞা করিনি? আমি তো আমার প্রাণের নিধি, ইহ পরকালের সাথি, ঠিক বেছে নিয়েছি। আমি আদর্শ প্রেমিকের পায়ে প্রাণ দিয়ে যে পবিত্র হ'য়েছিলেম। তাঁর তো কোন দোষ নাই দিদি। তিনি তো

এ দাসীকে প্রাণ দিতে কখনও কাতর হন্‌নি, আমি অভাগী, হয় ত তাঁর অনন্ত প্রেমের পরিমাণ না বুঝে, উপযুক্ত যত্ন কোর্‌তে না পেরে, হেলায় সে ধন হারিয়ে বোসেছি।

রাধিকা— গীত।

আহা তাঁর সকল ভাল অমিই ভাল নই।
কেউ দোষী নয় কপাল দোষে আপনি দোষী সই॥
বুক ফাটে, মুখ ফুটে বলি না,
(খুলে) নির্জ্জনে প্রাণ ভোরে কাঁদি দেখিয়ে কাঁদিনা;
মর্ম্ম ব্যথায় মনে মনে আপনি মোরে রই।
ফিরে পাই যদি তাঁয়, প্রাণ দিয়ে পায়, প্রাণের কথা কই॥

(ললিতা, বিশাখা, চিত্রার গান করিতে করিতে প্রবেশ।)

গীত।

গাও তরুলতা গাওরে।
শাখী-শিরে শুকশারী গাওরে॥

বৃন্দা। ওরে, তোদের এত গাওয়া গাওয়ি কেন?

ললিতা ইত্যাদি—গীত।

কুঞ্জ কুজিত পিক গাওরে।
মৃগ শিখী খুলি আঁখি গাওরে।

বৃন্দা। তাইত, তোদের এত আমোদ কিসে হোলোরে?

ললিতা-ইত্যাদি।— গীত।

তাপনি তট বট গাওরে।
কেলী কমল কলি গাওরে ॥

রাধিকা। ও ললিতা, ও বিশাখা! ওরে এ দুঃখের দিনে এত আনন্দ কেন করিস্?

ললিতা-ইত্যাদি— গীত।

বৃন্দাবন ধন গাওরে ॥
শ্যাম সোহাগী সবে গাওরে।

বৃন্দা। আহা, রকম আর কি? কি হয়েছে? এত আমোদ কেন? বল্‌না ভাই, শুধু তোরা একা হাস্‌বি?

ললিতা। হাস্‌ব না ত কি? শুধু হাস্‌ব? গালভরা হাসি হাসব, হাসাব; নাচ্‌ব, নাচাব; জয় রাধা কৃষ্ণের জয়— জয় যুগল কিশোরের জয় বলে, আমোদে আহ্লাদে অজ্ঞান হয়ে যাব!

বিশাখা। শুধু অজ্ঞান হয়ে যাব কিলো? বল্‌ব, কইব, কালাচাঁদের কাণে পাক দিয়ে নাকে ক্ষৎ দিয়ে তবে ছাড়ব!

বৃন্দা। ইস্ তাইত, ভারি আস্থা যে! কালাচাঁদ কিনা অম্নি পথে ঘাটে পড়ে রয়েচে, তাই ধরে এনে শাসন কর্ব্বি? তাঁকে কোথায় পাবি? স্বপ্নে বুঝি?

ললিতা। ওগো পাব গো পাব!

বিশাখা। পাব কিলো? বল, পেয়েছি লো পেয়েছি! এখন ধত্তে পাল্লেই ধরা দেয়; ও কিশোরি! শিক্‌লি কাটা প্রাণের পাখীটি তোমার অ্যাদ্দিনের পর ফিরে এয়েছে, পায়ের শেকল পায়েই আছে, কেউ ধত্তে পারেনি!

রাধিকা। সে কি? সে কি? সত্যি নাকি? সই, কই, কোথা, সত্যি এসেছেন না মিছে কথায় আমায় সান্ত্বনা কচ্ছিস ভাই?

ললিতা। এয়েছে গো এয়েছে, নইলে কি এ সব পোড়ার মুখে এদ্দিনের পর শুধু শুধু হাসি বেরোল; সোণার রথে তোমার সোণার নিধিকে পথে দেখে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ছুটে আসছি।

রাধিকা। সত্যি! নানা স্বপ্ন বুঝি! বৃন্দে, এরা কি বলে দিদি? আমার যে মাথা ঘুরে উঠলো, আমি যে কিছু ভাবতে পাচ্চি না!

বৃন্দা। হ্যাঁলো সত্যি দেখে এলি?

ললিতা। সত্যি না তো কি মিথ্যা? তুমি না হয় একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে এস না! দিব্বি রথখানি ভাই, সূর্য্যের আলোয় কাঁচা সোণা ঝকমক ক'চ্চে, আমাদের যেন চোক ঠিক্‌রে গেল।

রাধিকা। তবে বুঝি সত্যি এয়েছেন! দিদি, চল চল আমিও যাই।

বৃন্দা। না বোন্ তুমি বড় দুর্ব্বল তুমি থাক আমি যাই, দেখা পাইত বেঁধে এনে হাজির কর্‌ব—

আমি তোমার যেমন তেমন অমনি দূতি নই।
জলের মাঝে পোষমানিয়ে ডাঙ্গায় বসিয়ে রই॥

[প্রস্থান।

ললিতা। কিন্তু কিশোরি, আমরা আগে তোমায় কথা কইতে দেব না; গড়িয়ে পড়লে তবে এবার তোমায় গড়াতে দোব, এ নাকালের শোধ না নিয়েতো কিছুতেই ছাড়বো না;

তুমি সাজা দেবে, আর তিনি মাথা হেট ক'রে সইবেন, তবে কুঞ্জে সেঁদুতে দোব।

ললিতা ইত্যাদির গীত।

কহি কিশোরি ধরি কর, শঠ কপট নটবর,
আসিলে পর মানেতে ভর করিও।
হেরে ফিরায়ো মুখ চাঁদ, সাধে সোহাগে সেধো বাদ
ধরায়ে পায়, কাঁদায়ে তায় কাঁদিও॥

বৃন্দার সহিত উদ্ধবের প্রবেশ।

ললিতা ইত্যাদির গীত।

একি কেন হে এত সাধ, ছিছি তোমারে কালাচাঁদ,
চাহে না রাই এ ঠাঁয়ে তাই রোয়োনা॥
মিছে কেন হে ফিরে চাও, পায়ে পায়ে শ্যাম ফিরে যাও,
রবে না মান অপমান আর হোয়োনা॥

বৃন্দা। আরে দূর্ ছুঁড়িরা, কাকে কি বলিস্, তার ঠিক রাখিসনে বুঝি? রাজকুমারি, এই নাও, তোমার প্রাণের নিধি, তাঁর পায়ে ঠেলা প্রাণ কেমন আছে, দেখতে নিজের মতন কালমাণিক এই দূতটিকে পাঠিয়েছেন, এঁর নাম উদ্ধব।

ললিতা। ওমা, তাইত?

বিশাখা। তাই ত বন্, অভেদ চেহারা, যেমন যমক ভাই।

রাধিকা। সখি, এতদিন পরে দূত? তা বেশ। আঃ— একি, এ পোড়ারমুখো মধুকর ও কি দূত হয়ে এল নাকি?

উদ্ধব। শ্রীকৃষ্ণভাবিনী, মধুকর আমার সঙ্গের সাথি বটে। আমি রথে, মধুকর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে বরাবর মথুরা

থেকে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা কি জানি লক্ষ্মী? কি বুঝি বল? তেমন ভক্তি প্রেম কোথা পাব বল?

রাধিকা। (মধুকরকে পদস্পর্শ করিতে দেখিয়া) আঃ— এ আবার কি? পায়ে ছুয়ে মধুকরটা যে মুখের কাছে বড় জ্বালাতে লাগ্‌লো?

বৃন্দার গীত।

অলি হে না পরশ চরণ বা ধারি।
কানু অনুরূপ বরণ গুণ জৈছন,
ঐছন সবহুঁ তোঁহারি।
পুর-রঙ্গিণী কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত,
কানুকণ্ঠে বনমাল।
তাঁকে সুবাসে, পরাণ তুঁহুঁ মাতল,
পরশে বরণ ভেল লাল॥

রাধিকা! ওহে সুপুরুষ, ওহে সুকণ্ঠ দূতবর; ব্রজের জীবন ধন, গোপগোপীর আশ্রয়, নন্দ যশোদার দরিদ্রের নিধি, আর এই অভাগীর যথা সর্ব্বস্ব, প্রভু তোমার ভাল আছেন তো? এই সব দেখে যাও, শুনেছি ভক্ত তুমি তাঁর; এই ধর ভাই, এই চক্ষের জল উপহার লয়ে গিয়ে তাঁর চরণে দিয়ে বলো, জন্মের মতন তাঁর আপদ বিদেয় হলো; একটিবার তাঁর দেখার আশে, এ জন্মের মত একটিবার তাঁর চাঁদ মুখ দেখে মরবার বড় সাধ ছিল, তা আর হলো না; তোমায় তিনি পাঠিয়েছেন, তোমার কাছে তাঁর সেই মুখের কথা আছে, তাই শুন্‌তে শুন্‌তে, আর তোমাকে দেখতে দেখতে এযাত্রা লীলা খেলা শেষ করি। সখি, সব রইল, আমার আর এ জগতে স্থান নাই ভাই, মরতে বসেছি; মরে এ দারুণ বিরহ ব্রতের উজ্জাপন করি। উদ্ধব,

তাঁরে বলো, জন্মে জন্মে আমি যেন তাঁরই চরণ সেবা কর্ত্তে পাই।

রাধিকার গীত।

"কহিও কানুরে ভাই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
ওই তরু শাখায় রাখিনু সারিশুকে।
এই দশা পিয়া যেন শোনে এদের মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত তাঁর সখা।
ইহা সবার সনে তাঁর পুনঃ হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তাঁর মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে কোথা নাহিক শকতি॥
তাঁরে আসি পিয়া যেন দেন দরশন।
কহিও বঁধুরে এই সব নিবেদন॥

উদ্ধব। গীত।

কাহে অধির বৃষভানু কুঙারি।
আওব ব্রজে ব্রজবন বিহারী॥
সম্পদ হরিপদ প্রেম তুঁহারি।
রোয়ে কানায়লাল হাহা কিশোরি।
অদ্ভুত প্রেম তব সুপুরুখ সঙ্গ।
পৃথ্নেহারে রাধা মাধব রঙ্গ॥
প্রেম বিরহ পুনঃ মিলনক লাগি।
কুঞ্জ দুয়ারে হাম অলপ ভাগী॥

শ্যাম সোহাগী পুনঃ বাঁধ পরাণি।
বাঁধিবে তটে তরী অপরূপ দানি ॥

রাধিকা। ভক্ত সখা! তবে কি তিনি সত্য সত্যই আস্‌বেন ব'লেছেন? তবে যে ভাই মোর্ত্তে মন সচ্চে না, মোলে-তো আর এ জনমে তাঁকে দেখতে পাব না।

বৃন্দা। না বোন, মোরোনা, মরণ তো হাতের ভেতর; দুঃখের জ্বালায় পাগল হ'য়ে, যখনি খুসি, তখনি তো মরা যায়, তা মোলেইতো সব ফুরিয়ে গেল ভাই, এতো কান্না, এতো জ্বালা, এতো বিরহ, সব যে বৃথা হবে; বেঁচে থেকে, প্রাণের জোরে, প্রেমের আকর্ষণে, না হয় নিদেন পায়ে ধোরে, মন-চোরকে কাছে এনে আবার হাসির লহর তুললে তবেত ভাল দেখায়!

রাধিকা। সইরে, সে বলই যদি থাকবে, তা হোলে কি, যাঁকে আঁখির আড়াল কোত্তে প্রাণে ব্যাথা পেতেম, তিনি একবারে এই অকুল পাথারে ভাসিয়ে দে যেতে পাত্তেন? আজ আমি যাঁর জন্য গুরুত্যাগিনী, কুলকলঙ্কিনী, পতির নিকট বিশ্বাসঘাতিনী, তিনি কি আমায় একেলা ফেলে, সেই মধু-পুরীতে শতসহস্র কুলকামিনীদের কাছে বাস কোত্তে পাত্তেন? হ্যাঁ উদ্ধব, নগরবাসিনী বিলাসিনীগণের মাঝে থেকে প্রাণকান্ত কি এ গ্রাম্য বনচারিণীদের কথা মনে করেন? আর কি ভাই তাঁর কিছু মনে আছে?

উদ্ধব। আহা সখি! তোমরাই ধন্য! সেই উত্তম শ্লোকের জন্য তোমরা পতি, পুত্র, স্বজন ও ভবন পরিত্যাগ করে তাঁর চরণে এমন মুনিজনদুর্ল্লভ নিষ্কাম ভক্তিবারি প্রদানে কৃতকৃতার্থ হয়েছ! আমার জন্ম সফল; আমারি ভাগ্যে

তোমাদের এই বিষম বিরহ উপস্থিত হয়েছিল, নতুবা এ দেব-দুর্ল্লভ দৃশ্যে কোথায় পবিত্র হতেম। আহা কিশোরি! এত স্বচ্ছ সরল প্রেমের আধার না হলে কি, বিরহে সেই মহাপুরুষ আত্মহারা উন্মাদের মত হয়ে, চক্ষের জলে দুকুল ভাসাতেন! এমন আদর্শ প্রেমিক প্রেমিকার চরণে আমার শত সহস্র প্রণাম। কমলিনি! তিনি তোমাদের যন্ত্রণা দেবার জন্য মথুরায় যান নি, কার্য্য জগৎ তাঁর উপাসনা করে নিয়ে গেছে; তিনি যেমন দূরে আছেন, তেমনি তোমরা তাঁকে শয়নে স্বপনে ধ্যান করে মনের নিকটস্থ কচ্ছ। তিনি বলেন যে প্রিয়তম দূরে থাকুলে, স্ত্রীগণের চিত্ত তাঁতে যেমন অহরহ আবিষ্ট হয়ে থাকে; নিকটে বা চক্ষের গোচরে থাকলে সেরূপ হয় না। তোমরা যে এক মনে সেই চরণ চিন্তাই জীবনের সার ব্রত করে রয়েছ, ভক্তির ভগবান তিনি, তাঁর সাধ্য কি যে তোমাদের দেখা না দিয়ে থাকবেন। তার আর অধিক বিলম্বও নাই, সত্বরেই শ্রীবৃন্দাবন ধামে সেই পূর্ণ পুরুষের পদচিহ্ন আবার পড়বে!

রাধিকা। সাধু উদ্ধব, সাধু তুমি, চিরজীবী হও।

উদ্ধব। বলুন, সেই রাঙ্গা চরণে যেন চিরদিন বিক্রীত হয়ে থাকতে পারি। একণের মতন আমায় বিদায় দিন, আবার সাক্ষাৎ করে একত্রে তাঁর গুণ গানে মন দেব।

ধন্য গোপ গোপিনী সুখদ বৃন্দাবন।
বদ্ধ প্রেমে সৎস্বরূপ, পূর্ণ সনাতন॥
ধন্য ধূলি মাথে তুলি ধন্য জগজন।
নিষ্কাম সাধনা ধন্য, ধন্য প্রাণপণ॥

[উদ্ধবের প্রস্থান।

বৃন্দা। চল কিশোরি ; ঘরে চল ; আবার আশা হল, আবার দিন গুনি গে চল।

সকলে।— গীত।

প্রাণে প্রাণ পড়বে ধরা, অধর সুধা পিও লো।
বিরহ বিধুর প্রাণে আবার প্রাণে নিও লো॥
সোহাগী যার সোহাগে,
সে যদি সোহাগ মাগে,
হ'য়ে সই আপন হারা,আপনি সেধে দিও লো॥

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জরাসন্ধের শিবির সম্মুখ—দূরে শিবিরশ্রেণী।

(লম্বোদরের প্রবেশ।)

লম্বো। আর কদ্দূর বাবা? নাগাল যে পাই না? একটা ঝোপঝাপও চোকে ঠেকে না যে সেঁদিয়ে পড়ে, পায়ের ওপর পা দে' ভুঁড়ি মা উপু করে গট্ হ'য়ে বসে আইত্তি করি! ওই না! হাঁ, ওইত বটে! আঃ, বাঁচলুম, আমাদের তাঁবুর চূড়ই বটে! আর মন্দারামকে পায় কে? বাবা! যুদ্ধ ত নয়, যেন চারদিকে চৌরকি ঘুরতে লাগল! চারিদিক থেকে পঙ্গপালের মতন এসে, ক্রিমিক রাজার আমার পুরুসুরু দলটিকে পাতলা করে দিতে লাগল; আমি আঁচলুম ফাঁড়াটা বুঝি এই বারই কোলে যায়; আঁচা, আর খুপ্ করে অমি মড়ার

কাঁড়িতে হুমড়ে পড়া। তারপর আড়ে আড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বুকে হেঁটে "যৎপলায়ন্তি স জীবতি" মন্তোরের সাধনা আরম্ভ করে দেওয়া গেল। ভুগ্যো ভুঁড়ো গড়ালি, তাই ত যমে ছাঁড়ালি? এখন একটা তাঁবুতে সেঁদুই কি ঐ গাছের গোড়ায় ভর করি? উঁহুঁ, নোকটা নেই জোনটা নেই, তাঁবুগুলো যেন খাঁ খাঁ কোচ্চে, ওর ভেতর বড় আচ্ছা বোঝাচ্ছেনা; সদ্য মরে সব সেপাই বেটারাত ভূত হোয়ে এয়েছে, হক্ না হোক ঘাড়টাড় ভেঙ্গে দলে ভিড়িয়ে নেবে,! এখন সহজে ত আর নোড়ছি না, তা ওদিকে দ–ই পোড়ে থাক, রাজাই মরুক, আর রাজত্বই ধিনি কৃষ্ণ বেটা কেড়ে কুড়ে নিক, আমার দেখেও দরকার নেই, শোনবারও আশা রাখিনা, আর যুদ্ধুর এই ছাইভস্ম ন্যাকড়া খানা ঘাড়ে করারও কোন আবশ্যক দেখি না। যা বেটা নিশেনের পো, তোর নিশেনের বাপ নির্ব্বংশ হোক। উঁহু, না বাবা, তা বোলে এখানের মায়া একেবারে ত্যাগ কোরে ফেল্যে চোল্‌বেনা; এ আমার সজীব ডাণ্ডা, যত বেটা তরয়াল চন্দরের কাছে আমার যা কিছু ভরম ভারম, উঁচু পায়া, লম্বাচাল, তা এই ডাণ্ডা গাছটার জোরেই; অথচ কেষ্টর সঙ্গে এই সতের সতের বার লড়ায়ে, ভোঁতা তরোয়াল খানা কদিচ কখন এক আদবার শ্যালটা ক্যাল্‌টাকে তাড়া দেবার জন্য খুল্‌তে হোয়েছে, নইলে এই কোমর পাটায় আঁটাই আছে। ছেলে বেটা কিন্তু আমার ধাত পেলেনা; এবার বেটা হয়ত গদ্দান দিয়ে বোসে আছে? যাগ, যাগ, বেটা অধঃপাতে গিয়েছে, কথাতো শুনলেনা, বিদেয়ত নিলেনা? লড়ায়ের আঁচটি না পৌঁছুতে পৌঁছুতে পয়ে আকার দেবার পন্থা, বেটা, একটাও আমা হেন বাপের ঠেঁয়ে আদায় কোরে

নিতে পাল্যে না, এখন এই কাটা মাথা নিয়ে কোন লজ্জায় ঘরে ফিরবি বল দেখি? পয়লাবার কারে পোড়ে, একে মনিব তায় রাজা, সুতরাং তার জন্য ধরিয়ে দিলুম; তারা মাছি-মেরে হাত কালো না কোরে ভালয় ভালয় দুটো ঢ্যাকা মেরে ছেড়ে দিলে কি না, আর ব্যাটাকে পায়কে? ধরা পড়াতে অমনি বুক বোলে গেল, ধড়াধড় ধরা পোড়তে লাগলো! এই শতের শতের বার ধরা পড়েছে, আর গলায় কাপড় দে কুড়ুল বেঁধে তাদের পায়ের তলা চেটে ছাড়ান পেয়ে এসে যেন ধিঙ্গি পদ পেয়ে বোসেছে? ব্যাটা বলে, ধরা পোড়ে মরে পড়তে পাল্যে তরোয়াল চন্দোরদের কাছে ভারি মান হয়! দুঃ তোর মানের মাথায় মারি আমার এই জোড়া পায়ের হাঁতি-চ্যাপ্‌টা লাথি! ব্যাটা আমার মান নিয়ে ধুয়ে খাবেন! ঐ না আস্‌চে? তবু ভাল, এখনো ব্যাটার ভোগ ফুরয়নি।

(লম্বোদর-পুত্রের প্রবেশ।)

ল-পুত্র। (প্রবেশ করিতে করিতে) কে হোথায়?

লম্বো। তোমার মামার বোনাই হয়।

ল-পুত্র। কে বাবা না কি?

লম্বোদর। দেখ না, কি প্রকার বিবেচনা হয়? বুদ্ধিমান ছেলে, বাপ কি মেশো চিনে তো নিতে জান।

ল-পুত্র। ওগো, এ দিকে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত, রাজা একা, এতক্ষণ বোধ হয় সব শেষ হয়ে গেল; আমি মহারাজের ইঙ্গিত মাত্রে একা অস্ত্র করে, মথুরার সৈন্য সাগর ভেদ করে, রাজকন্যাকে নিরাপদ স্থানে রেখে এলেম। না জানি এ দিকে এতক্ষণে কি সর্ব্বনাশই হয়ে গেছে।

লম্বো। তা বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে, তা তোমার বাপু আর হাঁপাই ঝোড়া কেন? এতটা যখন সরে এসে পড়েছ, তখন আর ও কথায় কাজ কি বাবা? হাতের ওই লম্বা গাছটি নাবিয়ে, গলার জোলটি খুলে ফেলে, সেই আমার পৈতৃক নীতি "যঃ পলায়ন্তি স জীবতি" বুঝলি? ও দিকে যখন সব অক্কা প্রাপ্তেষু চিংপটাং, তখন আর মিছে ছটফটাং কেন? বুঝলি? সাদা কথায় বাপ বেটায় চট্ পট্ সরে পড়ি আয়।

ল-পুত্র। সোরে যাবে কোথা? চাদ্দিক বেড়ে তারা লড়তে লড়তে আসছে, যে যেখানে আমাদের ছিল, সব নিকেশ হয়ে গেছে, কেবল একা রাজা হাজার রথির মত চাদ্দিকে ছুটে ছুটে তাদের চারি দিকের সঙ্গে লোড়্ছেন, তারা কিন্ত ক্রমে ক্রমে এগুচ্ছে।

লম্বো। ও বাবা, তবে দেখছি বেটারা টানা জাল ফেলে চুনোপুঁটী রুই কাতলা আগা গোড়া টান ধরাচ্ছে?

ল-পুত্র। ওই যে, রাজা মশাই ছুটে আসছেন!

লম্বো। ওই তো বটে, আমা বেচারিদের জড়িয়ে মার্‌বার যোগাড়ে আসছেন আর কি? একলা ডুবলে মজা হবে কেন? বড় ভালবাসেন কি না? কাজেই সহমরণে নে যাবার পন্থা দেখছেন। আমি ত বাবা ও ফ্যাসাদে থাক্‌ছি না। এ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে থপ্ করে কাঁচা মাথাটা খচ্ করে উথড়ে যাবে, তা তো সইতে পার্‌ব না; হ্যাঁ বাবা, মাথাটা দিলে, আর কারো মাথা বাঁচে, তবে বোঝা যায়; নইলে মজুরি পোষায় না। তার চেয়ে পেটে ব্যথা বলে আড় হয়ে পড়ে, ভুঁড়িটে আস্‌টি নাড়ি আর মাঝে মাঝে দামড়া লাফ ছাড়ি, তাল বুঝে তখন মারবো টেনে পাড়ি (শয়ন)

(বেগে রক্তাক্ত শরীরে জরাসন্ধের প্রবেশ।)

জরা। কে আছ শিবিরে? একা তুমি? কেহ নাই
আর? কে রবে? আহবে সবে প্রাণ দেছে,
স্বচক্ষে দেখেছি, শেষ রক্তবিন্দু ঢালি
অক্ষৌহিণী সকলি পড়েছে, শিবিরের
প্রহরীরা, সারি সারি দুধারি ত্যজেছে
প্রাণ বীরের মতন! ওহো কি দুর্দ্দৈব!
সব গেছে, কারে লয়ে করিব সমর?
পৃষ্ঠ দিনু রামকৃষ্ণে সপ্তদশ বার!
কি হইল? উচ্চ শির হৈল অবনত!
ছার তনু আর না রাখিব; চক্রাকারে
বেড়ি চারিধার, আসিছে অরাতি সৈন্য
ঘেরি মোরে করিতে সংহার; একা আছি,
একাই করিব রণ, সংহার মুরতি
ধরি, বজ্রনাদে দিগন্ত বিদারি, রক্ত
সিক্ত পদে ধাব কেশরীর দাপে, কেঁপে
যাবে বক্ষ বসুধার; চক্রাকার করে
ধরি ঘুরাইব তীক্ষ্ণ তরবার, ছিন্ন
গ্রীবা ভেদি কত চক্রাকারে ঘুরে র'বে
রুধিরের ধার; দৃঢ়মুষ্ট বাহুবলে
শূলী শম্ভু সম বেগে নিক্ষেপিব শূল,
মহামন্ত্র পঠিত গঠিত গরলের
ফলাকা ফলকে বাকি দামিনী ঝলক,
মুহূর্ত্তে পোড়াবে দুই দুর্দান্ত বালক;

সর্ব্বনাশি শক্তিশেলে বিদারি মথুরা
সপ্ততলে পাঠাইব সমগ্র যাদব ;
বংশে বাতি দিতে না রাখিব ; নহে প্রাণ
বীরের মতন, বীরের শয্যায় শুয়ে
দিব অকাতরে। রাজ্য, ধন, প্রাণপণ
লুপ্ত যশ জাগাইব ; সক্ষত সম্ভ্রম
অক্ষত করিয়া লব, নহে দিব প্রাণ,
মান রবে ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে ;
শূন্য সাথি, একা মাতি এ ঘোর সমরে।

লম্বো-পুত্র। মহাপ্রভু! পার্শ্বে যদি রাখেন দাসেরে,
যথাসাধ্য সাধিব যতনে ; ক'রে যাব
প্রভুকার্য্য, দিতে হয় যুদ্ধে প্রাণ দিব,
অকাতরে বক্ষে দেব বজ্রপাতি লব।

জরা। রে সাহসী! ধন্য হেরি প্রভুভক্তি তব!
বাঁচি যদি এ ভক্তির প্রতিদান দিব!
রহ যোধ, নাহি চাহি পৃষ্ঠবল আর ;
যা ছিল আমার, সবারে করেছি গ্রাস।
এই সপ্ত দশবারে, সমর সাগরে
নবত্রিংশ অক্ষৌহিণী দিছি বিসর্জ্জন,
ডালি দিছি রণ—চণ্ডিকায় পুত্রাধিক
সবে যেরে, নর মাঝে সার রত্ন তারা।
বলীয়ান ভালবাসা মম, বলে রাজ্য
আনি করতলে, শাসি বলে, শ্রেষ্ঠবল
রাজনীতি মম ; সমগ্র এ ভুভারতে
লোকবলে কে ছিল আমার চেয়ে বলী ;

বাহুবলে একছত্রা সম্রাট ভুবনে,
একেশ্বর বিরাজিতে ছিনু; উচ্চ শির
ছিল শুধু যোধ বলে মোর পুত্রতারা,
পালিতাম সাদরে সতত; অত্যাচারে
বলাৎকারে, যথেচ্ছ আচারে তাহাদের,
ভীরু নর নারীকুলে কাঁদিতে হেরিলে
হাসিতাম। বিনা দোষে, হাসিতে হাসিতে
পারিতাম, সহস্র প্রজার শির কাটি
গ্রামে গ্রামে জ্বালাইয়া দিতে; কিন্তু কভু
এ জনমে মোর, দোষী বা নির্দ্দোষী যে সে
অস্ত্রধারী, পশ্বাচারী প্রেতাচারী কিবা,
পায় নাই শাস্তি মম ঠাঁই; শাস্তি কোথা?
জ্ঞানে কভু কহি নাই কর্কশ বচন;
শক্তিবানে শত দোষ করিয়ে মার্জ্জনা
বীরব্রতে ব্রতী চিরদিন। হায়, হায়!
কি করিব, কিসে বাঁধি প্রাণ! এত দম্ভ
এত দর্প যাহাদের লয়ে, আজি তারা
শ্মশান শয়নে, শৃগাল কুকুর-ভক্ষ্য,
লক্ষ্য হারা অলক্ষ্যে করেছে পলায়ন!
ঝঞ্ঝা বিতাড়িত ছিন্ন ভিন্ন বনমাঝে
বজ্রাহত মহীরুহ মত, একা আছি
রণ রঙ্গ ভূমে! একাই করিব রণ,
নাহি চাহি বলি দিতে একক রে তোরে;
এর পরে এই তুই সহস্রের সনে
একা এক সহস্রের পৌরুষ দেখাবি!

লম্বো-পুত্র। হায় প্রভু! জন্মাবধি আছি পাছে পাছে,
শিখায়েছ অস্ত্রখেলা, রণ রঙ্গ লীলা,
কবে লবে পরীক্ষা দাসের! পাইয়াছি
অবসর; প্রভুকার্য্য করিবারে মানা।
কোরোনা গো, আজ্ঞা দেহ রহিতে পশ্চাতে।

লম্বো। (শুইয়া শুইয়া) (স্বগতঃ) আঃ বেটা কি গাড়ল, যম্ বোল্‌ছে মোবনা, ওর জেদাজেদি নিতেই হবে! আঃ বেটা একবার্ না মোলে দেখ্‌ছি শোধ্‌রাচ্ছেনা!

জরাসন্ধ। প্রভুকার্য্য করিবারে যদি থাকে সাধ,
যারে বৎস, যারে দ্রুত পদে, গিরিব্রজে
কহ গিয়ে এ লজ্জার কথা; মন্ত্রী যেন
পুনঃ করে সৈন্যের সাজন। অবশিষ্ট
যত যোধ যে যথায় আছে, যত দুর্গে
যত প্রহরার; প্রজাগৃহ হ'তে যুবা
যত আছে, সবলে লইয়ে একত্রিতে
কহিবে; কহিবে রাজ্য পালে,কারাবদ্ধ
কুমারে আমার, কারামুক্ত করি ত্বরা
নূতন বাহিনী ভার দিতে তার করে।
বলো সবে, পৃষ্ঠ আমি না দিনু সমরে!
চূর্ণ রথ, শূন্য অস্ত্র, সক্ষত শরীরে
বক্ষপাতি লইতে চলিনু শক্রশূল।
প্রদীপ্ত রাখিতে রণবহ্নি বিভীষণ,
দ্বৈরথ সমরে মত্ত রহিতে চলিনু;
দ্রুতপদে আসে যেন সবে, রবে
প্রাণ নব বল প্রাপ্তির আশায়। যাও,

যাও বৎস, দেখে যাই আমি ; পিতা তোর
প্রতিবারে এই ঘোর রণসন্ধি স্থলে,
সাধিত এ দৌত্য কার্য্য মোর ; কোথা গেল ?
আহা বৃদ্ধ, হয় তো সমরে দেছে প্রাণ,
রক্ষিতে সে শিবনামাঙ্কিত পতাকায় !

লম্বো। (উঠিয়া) উঁহুঁ, উঁহুঁ, মহারাজ এখনও জাঁকড়ে খানিকক্ষণ আছি বলে তো বোঝাচ্ছে, যম চন্দোর এখন নি নি করে ফেরৎ ন্যান নি, বোধ করি ভুঁড়ি দেখেই বেটা মোষবাহন পেছিয়ে গেছে, পাছে আবার তার সিংদরজাটা কেটে বাড়াতে হয়, বুঝলেন, তাই মরি নি ? আর আজ কাল আগেকার মতন মরবার বড় একটা আয়েস নেই বলেই তো শুনিচি, তাই তাড়াতাড়ি না ভেবে না চিন্তে, কাউকে না বলে কোয়ে, পাড়া পড়সীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করে, শলা পরামর্শ না এঁটে, ফস্ করে ম'ত্তে এগুলুম না ; তা ছাড়া আমার এই সজীব নিশেনের নিরেট নিটোল ডাণ্ডা গাছটির গায়েও আঁচটি পর্য্যন্ত লাগতে দিলুম্ না ! যখন দেখ্‌লুম্ সাধের নাদাটি আর বাঁচে না, চাদ্দিকে ছোরা ছুরি চল্‌তে আরম্ভ হল, তখন পাছে কোন বেটা আমার লক্ষ টাকার ভুঁড়িটি ফাঁসিয়ে দিয়ে বস্তাপচা করে ছাড়ে, তাই তাড়াতাড়ি না নিরুখন গুড়িয়ে দড়াম করে পড়ে, গড়িয়ে গড়িয়ে হাড়গোড়া ভাঙ্গা দটি হয়ে, নিজের কোটে এসে আড় হয়ে পড়ে ছিলুম্।

লম্বো-পুত্র। ও দিকে যেন মেঘের মতন ধূলো উড়িয়ে কারা আসচে, যেন হাজার হাজার ঘোঁড়ার পায়ের শব্দ কানে ঠেকুছে মহারাজ !

জরাসন্ধ। তাইতো ! কারা এ ? তীর তারা উল্কাবেগে

আসে কোন বিরাট বাহিনী? অগ্রসাদী
অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে, ঝকে অস্ত্র রবিকরে,
ছটায় ঠিকরে যেন বিদ্যুৎ অনল,
কি জানি, দেখিতে হ'ল শত্রু বা স্বদল।

[জরাসন্ধ ও লম্বোদর-পুত্রের প্রস্থান।

লম্বোদর।—ও বাবা, তাইতো? ওরা দেখছি সেই মথুরার ন্যাংলা খ্যাপার দল, স্বদল হ'লে এ তাঁবু পানে ঝুঁকবে কেন? ওরে; বাবা বাচ্ছা সেপাই ওরা বেড়া আগুন জানে, পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়, ওই উদিকে কেষ্টর রথ চকমক ক'চ্চে; ওই ওদিকে নাংলা বলার রাম সিঙ্গা ঝকমক ক'চ্চে! ওই যে, যেন রাকুসে নাঙ্গলখানা আগাশ পানে পা করে, হাঁ ক'রে গিলতে আসচে। ও রাজা মশাই, আর কেন? আমার বেঁড়ে রাজনীতিটারই না হয় এক দিন মান রাখলেন, ? "যৎপলায়ন্তি" কথাটা বড় যে সে লোকের কথা নয়; ইন্দিরের ব্যাটা চন্দোর তার ব্যাটা নখিন্দর, আর তার বড় ব্যাটা গবেন্দর, আমার জন্ম মাতা পিতে; সে বড় কম মন্দ নয়, একটা হাতী একলা খেতো, একখান ক্ষেতে একলা শুতো, এক ঘুমে এক যুগ ফেরাতো, এক তাড়ায় এক কোশ পেছুতো। ওরে ব্যাটা নকল রাজপুত্তুর, লেজুড় বাহাদুর, তুই না হয় পালিয়ে আয়! উনি বড় নোক, ওঁর বড় কথা, বড় মাথা, উনি না এলেও এক কোপে ওঁর অত বড় মাথাটা টক্ ক'রে কেটে ফেলতে পার্ব্বে না; তোর আমার দুটো জোরে দাবড়ি দিলেই মাথা ছেড়ে, কোমর পর্য্যন্ত খোসে পড়বে! পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়! ওরে ব্যাটা ক্যাংলা পিতের ন্যাংলা পুতো, এসে পোড়লো যে রে! এখন আপনি বাঁচলে বাপের নাম! কি করি?

গাছের আড়ালে কোঁ কোঁ কোঁ—উহুঁ হুঁহুঁ! তাঁবুর ভেতর সঁড়াকুসোঁ।

[লম্বোদরের শিবির মধ্যে গমন।

(জরাসন্ধ, বিল্বদেব, লম্বোদর-পুত্রের প্রবেশ।

জরাসন্ধ। মিত্র পক্ষ! একি গো দেবতা? পূজাগৃহ
ছাড়ি আপনি যে রণ-রঙ্গভূমে? কারা
এরা, পশ্চাতে ব্রাহ্মণ! কি কার্য্যের তরে
এত সৈন্য সহ হেথা, কার সৈন্য বল?
কে দুর্ব্বলে বলদিতে হৈল আগুয়ান?

বিল্বদেব। বলীয়ান! বীর্য্যবান তনয় তোমার,
সাথে সপ্ত অযুত সুবীর সুকুমার,
উলঙ্গ কৃপাণ করে রণে আগুসার।

জরাসন্ধ। তনয় আমার? তনয় কোথায় পেলে?
সহদেব আছেত কারায়? একি দায়!
প্রলাপ কি কহিছ ব্রাহ্মণ?

বিল্বদেব। নাহি কহি প্রলাপ বচন! হের উচ্চে
উড়িতেছে মগধের বিজয় কেতন!
বাজি রাজি, চর্ম্ম, বর্ম্ম, কৃপাণ, শায়ক,
শেল, শূল, সকলি তোমার ভাণ্ডারের!
বংশধর তব বীর সহদেব শূর
পৃষ্ঠবল হইতে এসেছে—

জরাসন্ধ।   কে দিয়েছে।
হে ব্রাহ্মণ, কে দিয়েছে, কার আজ্ঞামতে
কারাগার দুয়ার খুলিয়ে? কহ শীঘ্র,

কে নিজ মস্তক দিল শার্দ্দুল কবলে?
কোন মূর্খ ঝাঁপাইল জ্বলন্ত অনলে?

বিল্বদেব। কেন প্রভু ক্রুদ্ধ কি কারণ? কে এমন
আছয়ে স্বজন, বিপদ বারতা শুনি
স্বজনের, নাহি করে মুক্তি আয়োজন?
কেবা হেন আছে দাস, প্রভুর বিপদে
নিশ্চিন্ত হইয়া রহে? রণাঙ্গনে তব
অশুভ সংবাদ শুনি বার্ত্তাবহমুখে,
মন্ত্রী সহ মন্ত্রণায়, সবাই আমরা
দিনু সায়, মুক্ত করি তনয়ে তোমার
পাঠাইতে সৈন্যসহ রণরঙ্গ ভূমে,
উদ্ধারিতে, পৃষ্ঠ বল হইতে তোমার।
তাই আসিয়াছে সুত্? কারে কর রোষ
অনিবার্য্য রাজকার্য্য, কারো নাহি দোষ।

জরাসন্ধ। হা ধিক্ হা ধিক্ রাজকার্য্য! কি বিপদ?
কে কহিল? কে মম মন্ত্রীর দলে এত
মায়া, এত যত্ন, এত প্রভুভক্তি স্রোত
বহাইয়া দিল? কার সাধ্য আজ্ঞা মম
করিল হেলন? কেবা ছার মন্ত্রণার
ভানে, কারাবদ্ধ সুতে মম উদ্ধারিল
মমতা প্রকাশি? কে হিতাসি সর্ব্বনাশি-
বিজ্ঞতা বিকাশি, জগৎ সমক্ষে মোর
দর্প চূর্ণ করিয়া বসিল? জানাইল
নিজ রাজ্যে নহি রাজা আর, আজ্ঞা সেথা
না চলে আমার; ওহো ছার মন্ত্রী, ছার

মন্ত্র তার, ক্রোধে মম নাহিক নিস্তার ;
রাজ আজ্ঞাবাহী দাস কুক্কুর আমার,
ইচ্ছা, আজ্ঞা, বিচারের ভার, সে আমার ;
তোমাদের নহেতো ব্রাহ্মণ ! নাহি চাহি
সাহায্য পুত্রের, ফিরে যাক্ কারাগারে,
নাহি চাহি হেরিতে সে মুখ, নহে পুত্র,
শত্রু বলে মানি ; পুত্র হ'লে, বীরব্রতে
ব্রতী-বীর হৃদয় থাকিলে, পিতৃ আজ্ঞা
বিনা, কভু কারাগার ত্যজি, কাপুরুষ
ক্রীতদাস কথা না শুনিত ; আত্ম তেজে
তেজীয়ান, নিস্তেজের সহ না আসিত ?
যাও দ্বিজ, চলে যাও, ল'য়ে যাও সাথে,
পদাঘাৎ করি তার সাহায্যের মাথে ।

(সহদেবের প্রবেশ ।)

সহদেব । প্রণাম ঠাকুর !

জরাসন্ধ । প্রণাম না লব তব
কুলাঙ্গার বংশনাশকারি ! কুলমান
চরণে দলিলি ! অবহেলি পিতৃ আজ্ঞা
কলঙ্কের পতাকা উড়ালি, ভাল কালী
শুভ্র যশে দিলি ! ঘৃণ্য তুই, ঘৃণ্য মুখ
তোর হেরিতে না চাহি আর ; নরাকার
পাশব আচার, সরে যা সম্মুখ হতে !
যথা ইচ্ছা চলে যা নারকী, বুঝিয়াছি
বিশ্বাসঘাতক, সাহায্যের ভানে, প্রাণে

বধিতে আমায়, বিদ্রোহী বাহিনী সাথে
এসেছিস্ এই এ সুযোগে; ভেবেছিস্
পিতৃরক্তে হৃদি জ্বালা করিয়ে নির্ব্বাণ,
সোণার মগধে মোর করিবি শ্মশান,
সিংহ-সিংহাসনে বসাইবি শিবাশ্বান।

সহদেব। পিতৃদেব, অবিশ্বাস কেন হেন সুতে?
জ্ঞানে কভু অপরাধী নহি ও চরণে,
যে বিশাল বিটপী ছায়ায়, শান্তি পায়
শ্রম-তপ্ত-কায়, কে হেন নির্ব্বোধ যে সে
করে তা ছেদন? আজীবন এ অধম
আশ্রিত ও পায়, বাঞ্ছা মনে, রণে বনে
সিংহাসনে রহিব সহায়, জানাইব
ত্রিজগতে, উপযুক্ত পিতার তনয়;
সে সাধে সেধো না পিতঃ বাদ? আজ্ঞা কর,
পিতৃ অরি শিরসারি লুটাই ভূতলে,
প্রমত্ত মাতঙ্গ যথা দলে পদ্মদলে।

জরাসন্ধ। আরে রে পাপিষ্ঠ! এত ভাণ ভক্তি মায়া
কে শিখালে, এত ছলা কে বলিয়া দিলে?
বিপদে পতিত পিতা—তাই বুঝি, আহা,
পিতৃগত প্রাণপুত্র এসেছ ধাইয়া?
ছিছি ধিক্, ধিক মোরে, ধিক্ তোরে; ওরে,
ধিক্ তোর সাহায্যের ভাণে! কি বিপত্তি,
বিপত্তি না আসে ত্রাসে আমা সন্নিকট।
জন্মে কভু চাহি নাই সাহায্য কোথাও;
বিশেষতঃ এ সংগ্রামে প্রাণ যদি যায়,

তথাপিও নাহি লব অবাধ্য সুতের
বিন্দুমাত্র সহায়তা কভু, বন্দি যে, সে
চক্ষুশূল মোর, কারাগার যোগ্য তার,
সাধ্য কি সে দেয় রণ সমুদ্রে সাঁতার!
ফিরে যারে, ফিরে যারে যথা ইচ্ছা তোর!
দেখা যাবে, দুষ্ট মন্ত্রী, নষ্টামাত্য আর
দুর্গ কারারক্ষির রক্ষিবে কেবা শির,
সবংশে নাশিব সবে, তবে হব স্থির।

সহদেব। পিতৃদেব! কারো নাহি দোষ, অসন্তোষ
বিষ বাণে বিদারিয়া ফেল বক্ষ মোর,
অনেক সয়েছি, সব, না কব বচন,
মৌনে রব চিরদিন তরে; কভু আর
এ জনমে চাহিব না কোন ভিক্ষা দেব,
এক ভিক্ষা দেহ মাত্র অভাগা তনয়ে,
পদে ধরি, কর না বঞ্চিত; কর আজ্ঞা,
(পদধারণ) এ বিপত্তি কালে সজ্জিত স্বদল বলে
পিতৃ অরি নাশি, রাখি পিতার সম্ভ্রম,
বংশমান রক্ষিতে করেছি প্রাণ পণ।

জরাসন্ধ। ধিক্ পণে, ধিক্ প্রাণে, ধিক্ রে সন্তানে!
ধিক্ থাক সাহায্যের ভাণে! যে জ্বালায়
জ্বলিছে অন্তর মোর, অরি অপমানে,
সে অপেক্ষা শত গুণে দীপ্ত হুতাশনে
দহিলি দহিলি ওরে আজ্ঞা অপালনে!
নাহি চাহি পৃষ্ঠ বল; বিদ্রোহীর দল,
যথা ইচ্ছা চলে যা হেরিতে ঘৃণা হয়,

বাহুবল, বাহুবলে জিনিব নিশ্চয়।
সহদেব। ভাল দেব, ভালে মম যা আছে তা হোক!
পিতৃ আজ্ঞা পাতি শির করিয়ে ধারণ,
এখনি যেতেছি কারাগারে, আবার সে
লৌহের নিগড় পরিবারে! কিন্তু প্রভু
এ মিনতি, এ রণসাগরে লহ সাথে
সৈন্য দল মোর, সাথে সাথে রবে, সবে
মাতিবে আহবে, অনায়াসে লবে
দিবে অকাতরে প্রাণ; আবার চরণে ধরি
অভাগা তনয়ে দেব দেহ ভিক্ষা দান!
ছাড়িব না শ্রীচরণ, নহে লহ প্রাণ। (চরণ ধারণ)
জরাসন্ধ। অবিশ্বাসি তনয়ের সহচর সবে
সাথে রাখি, নাহি চাহি মাতিতে আহবে,
শীঘ্র ছাড়ি পদ, দূরে কর পলায়ন,
নহে পদাঘাতে যাবি সমনভবন। (পদাঘাত)
সহদেব। পদাঘাতে অস্ত্রাঘাতে নাহি করি ডর,
জন্মাবধি হে জনক সয়েছি বিস্তর,
চূর্ণ করি ফেল মোরে তবু না ছাড়িব,
বিপদে বেষ্টিত পিতা হেরিতে নারিব,
রাখিতেই হবে সাথে সৈন্যদল মোর;
ছাড়িব না করিব সমর, পরাজিত
পিতায় করাব পার এ রণ সাগর,
পিতৃকার্য্য কর পিতা, পুত্রকার্য্য মোর!
জরাসন্ধ। ওরে ওরে বিশ্বাসঘাতক, এতক্ষণে
বুঝিনু সকল। বন্দী বুঝি করিবারে

সাধ? ওহো, বজ্র যেন বিনা মেঘে হাঁকে
ঘন ঘন, কে জানে কি পড়িব বিপাকে?
শত্রু চারিদিকে, অসি, অসি, শেল, শূল
দেরে—ওরে কে আছিস? বিশ্বে বুঝি আজি
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর স্থাবর জঙ্গম
চক্রান্ত করেছে দর্প দমিতে আমার?
দেরে অস্ত্র—পরাভবি প্রথম আঘাতে,
বৃষ্ণি, ভোজ, যদুবংশ-কলঙ্ক কেশবে,
সহ মূর্খ বলদেবে বিজয় পতাকা
উড্ডীন করিয়া উচ্চে, ঊর্দ্ধ শির তুলি,
হর হর ব্যোমনাদে গগণ বিদারি,
ধরা বক্ষে ঘটাই প্রলয়; দৈত্যশক্তি
জাগাইয়ে, জগতে ঠেলিয়া ফেলে দিই
মহাশূন্যে অনন্ত সাগরে; রবি শশী
গ্রহে দেবতায় ফুৎকারে নির্ব্বাণ করি,
সূচিভেদ্য অন্ধকারে একা একেশ্বর
নির্ম্মাইব রাক্ষসী মেদিনী; প্রেত ভূত
দৈত্য দানা প্রজাকুলে লয়ে, বিশ্বে পুনঃ
করিব বিহার; বিকট লীলার রঙ্গে
অট্টহাসি হাসিব করিব মহামার,
মুছে দিব স্মৃতিপটে এ ছার সংসার;
ত্রিলোচন ত্রিভুবন হইবে সংহার;
যাই, যাই, দিতে রণ সমুদ্রে সাঁতার।

[বেগে জরাসন্ধ ও লম্বোদরপুত্রের প্রস্থান।

সহদেব। ওহো সর্ব্বনাশ! শূন্য অস্ত্র রথ রথী,

উন্মাদের মত, পশিলেন পিতৃদেব
অসংখ্য বাহিনী মাঝে একা অসহায়,
পুত্র হ'য়ে স্থির ভাবে কেমনে নেহারি?
নাহি পারি, হোক পিতা পাষাণ আমার,
যেতে হ'ল পৃষ্ঠবল হইতে পিতার।
(প্রস্থানোদ্যত)

বিল্বদেব। কোথা যাবে? পিতা তব দম্ভ অবতার,
মহাদর্পী, তৃণজ্ঞান করে এ সংসার,
নাহি লবে সাহায্য তোমার; ফিরে চল,
ভবিতব্যে যা আছে তা হবে।

সহদেব। ওহো! ভবে
বৃথা জন্ম, বৃথা কর্ম্ম, বৃথা এ জীবন;
বৃথা বীর পুত্র নাম; কি কাজে রহিনু,
কি করিনু এ জগতে আসি? নাহি হল
পূর্ণ মোর আকাঙ্ক্ষা প্রাণের! অনাদরে
অবিচারে শুষ্কপ্রায় আশার সাগর!
কাননে ফুটিনু ফুল, কাননে ঝরিনু,
চক্ষে কেহ দেখিল না দেব, লইল না
করে তুলি, বাস গিয়া মিশাল আকাশে!
নৈরাশ্যে ভাসিতে সদা নয়ন আসারে,
চল গুরু চল যাই লুকাই আঁধারে!
[বিল্বদেব ও সহদেবের প্রস্থান।

(অতি সন্তর্পণে শিবির হইতে
লম্বোদরের প্রবেশ।)

লম্বোদর। বাস বাবা! দুটো দুঠাই হল, আমিও বাঁচ-

লুম। পাশ ঘেঁসে এখন পালাবার পন্থা দেখতে পারব। ওই যে ছোঁড়া ঘোঁড়ায় উঠে দল্‌বল্‌ সমেৎ লম্বা দিলে, আর এ দিকে, ও বাবা! কোস্তা কুস্তি ধস্তা ধস্তি, যেন দুটো ধর্ম্মের সাঁড়ে লড়াই বেধেছে, বিঘে খানেক ভুঁই যেন দুটোতে চোষে ফেল্যে, ওই যা! বলা ব্যাটা যে দেখছি রাজাকে পেড়ে ফেল্যে? ও বাবা, বেঁধে ফেল্যে যে? তবেই তো, কি হবে? আমি এখন ভুঁড়ি সাম্‌লাই কি নিশেন্‌ আগলাই? ওই যা, ধল্যে বুঝি? ক ব্যাটাতে এদিকে আঙ্গুল দিয়ে আবার কি দেখাচ্ছে? তাই তো চার পাঁচ ব্যাটা ছুটে আসে যে, তবে বুঝি ধল্যে, ছুটে তো ব্যাটাদের সঙ্গে পারব না; কি করি? নিশেন বুকে করে তো মড়ার মতন পড়ে থাকি, তার পর যা আছে বরাতে।

(লম্বোদরের শয়ন)

(চারিজন মথুরা সৈন্যের প্রবেশ।)

প্রম-সৈন্য। কইরে কোথা গেল?

দ্বি-সৈন্য। ওই বুঝিরে, ওই বুঝি।

তৃ-সৈন্য। আরে না না, ওটা কি মনিষ্যি? ওটা জালা।

চতু-সৈন্য। নারে না, ওটা সেই ভুঁড়ো শালা, নেড়ে চেড়ে দ্যাখ দিকি?

১ম সৈন্য।—(লম্বোদরকে ঠেলিয়া) এই, ওঠ, আরে সেইতো; মট্‌কা মেরে পোড়ে আছে দেখছি।

লম্বোদর। উঁহুঁ, মোরে ভূঁত হ'য়ে আছি বাঁবা!

৪র্থ সৈন্য। ভূত বটে, দেতো ঠ্যালা।

২য় সৈন্য। টেনে তোল্‌তো ব্যাটাকে।

লম্বোদর। মিছে কেন গোল ক'চ্চ বাবা? আমি নড়ন্‌

চড়ন্ হীন হ'য়ে, শেকড় গেড়ে পোড়ে আছি, হাজার খোঁচা খুঁচি কর উঠছিনা।

৩য় সৈন্য। ও ব্যাটা তঁ্যাদড়, তোমার ভিরকুটী বার্ ক'চ্চি দাঁড়াও, নেতো ব্যাটার নিশেনটা কেড়ে।

লম্বোদর। ওইতো বাবা বেরসিকের মতন আল্গা কথাটা ক'য়ে ফেল্যে, ও বাজে কথাটি ব'লোনা বাবা! নিয়ে যেতে হয় সব শুদ্ধ নিয়ে চল, নইলে এই মরণ কামড় কাম্ড়ে রইলুম্, কই টেনে নাও দিকি ?

১ম সৈন্য। তোকে শুদ্ধ ই তো নিয়ে যাব, উঠে আমাদের সঙ্গে আয়, তোর রাজার সামিল ক'রে দিইগে।

লম্বোদর। ও বাবা, আমি বেতো মানুষ, বাত চেগেছে, হাঁট্তে কি, উঠতেই পোড়ে যাব।

২য় সৈন্য। তাইতো, তবে কি তোকে পাল্কি ক'রে নিয়ে যেতে হবে নাকি ? ব্যাটার আস্পা দেখ, যাবেন জেলে, তার কেঁড়েলী কতো।

লম্বোদর। না বাবা, পাল্কীও চাই না, গাড়ীও চাই না, আমি বরঞ্চ এই ডাণ্ডা গাছটা ধ'রে ঝুলি, তোমরা অনুগ্রহ ক'রে—কাঁদে ক'রে,—কি বল ?

তৃ-সৈন্য। তাইতো,এ ব্যাটা যে বড় জ্বালালে,কি করা যায়।

চতু-সৈন্য। কি আর হবে, কত আর দেরি কোর্ব্বি, চ, ব্যাটা যে হিসাবে যেতে চায়, তাই করা যাক; ধর্ ব্যাটা ভাল করে ধর্; দেখিস্ যেন হাত পা ছেড়ে কুমোড় গড়ান গড়াস্নি।

[লম্বোদরকে ডাণ্ডায় ঝুলাইয়া চারিজন সৈনিকের প্রস্থান।

(ভেরীবাদক ও রথারোহণে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। কই, কোথা? কর অন্বেষণ।

ভেরীবাদক। হের প্রভু!
ওই দূরে, বন্দিভাবে, বলদেব পাশে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভেরিরবে কর আবাহন, শৃঙ্খলিত
কেশরীরে প্রাণ ভিক্ষা করাব এবার,
যাচাইব দাম্ভিকেরে, দর্প অবতার
অবনত মাথে লবে আদেশ আমার।

(ভেরীবাদক কর্ত্তৃক ভেরীরব ও শৃঙ্খলিত জরাসন্ধকে লইয়া বলদেব ও সৈন্য-গণের প্রবেশ।)

বলদেব। লহ ভাই, বন্দী তব মগধরাজন।

শ্রীকৃষ্ণ। নর প্রেতে কি হবে লইয়ে বলদেব!
একা নহে, আছে দৈত্য অংশজাত বীর
বহুতর ভারত ব্যাপিয়া, একে একে
সবারে যে চাই; শৃঙ্খল খুলিয়া দাও,
যেতে দাও পিশাচে পাইতে নব বল;
এই সপ্তদশ বারে, সমর সাগরে,
ধরার অর্দ্ধেক ভার দিছি বিসর্জ্জন;
এখনও সঞ্চিত অর্দ্ধ আর; যেতে দাও,
পুনঃ গিয়ে অবশিষ্টে আনি দিক্ ডালি
ঘুচাই মা ধরিত্রীর কলঙ্কের কালী।

বলদেব। (জরাসন্ধের শৃঙ্খল খুলিয়া)

যুদ্ধ আশ মিটিল তো, যাও যথা ইচ্ছা যাও ?
নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ হ'য়ে বিবরে লুকাও।

[জরাসন্ধ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জরাসন্ধ। ওহো, এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল ! এযে
জ্বালা তক্ষকদংশন ! দীপ্ত হুতাশন,
প্রাণ, মন, হৃদি, কায়, বেড়িল চৌদিক ;
পুড়ে গেল, পুড়ে গেল সব ! আশৈশব
ঊর্দ্ধ শিরে, অভিমান ভরে, ভারতের
অগ্রগণ্য ছিনু! কি গন্ধর্ব্ব, দেব, নর,
হেরিত সভীত নেত্রে আমাপানে সদা !
আজ হায় কি হইল ? দর্প অভিমান
জন্মশোধ গেল বুঝি চলে ! সবে এবে
নেহারিবে ভ্রূকুটি করিয়া, দেখাইবে
ইঙ্গিতে আমায় ; কাপুরুষ কবে, রবে
এ চিরকলঙ্ক কথা গ্রথিত গাথায় !
হায়, হায়, অবশেষে এই ছিল ভালে ?
বালকে হরিল যশ ? হইল অবশ
বিশাল এ যুগ্মবাহু মত্ত করী বল,
অটল্ এ দেহ-শৈল, নারিল বারিতে
প্রবল সে বলে, ছলে জিনিল সকল !
শূন্যপ্রাণে কোথা যাব ? কারে দেখাইব
কলঙ্কিত কালামুখ আর ? ত্রিসংসার
টিটিকারি দিবে, ভবে নাহি বুঝি ঠাঁই ?
আত্মহারা,—আত্মীয়ের কোথা দেখা পাই ?

সব গেছে, নিভে গেল জীবনের আলো,
ওহো, ওহো, এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল।

[জরাসন্ধর প্রস্থান।

চতুর্থ-অঙ্ক প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত।

চতুর্থ-অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মথুরার রাজ অট্টালিকা-তোরণ।

(শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত)।

শ্রীকৃষ্ণ। দিন যায়, দিননাথ কিরণ গুটায়,
পশ্চিম আকাশ শোভে রক্তিম ছটায়,
ধিরি ধিরি বহে বায়, আঁধার মাথায়,
জাগ্রত জগতে জীব জীবন জুড়ায়,
কিছু পরে মগ্ন হবে গভীর নিদ্রায়,
শ্রমশ্রান্ত কলেবর হবে শান্তিময়!
কিন্তু হায়, একি দায়, রণ-ক্লান্ত কায়,
কেন না জুড়ায়? যেন জ্বলি কি জ্বালায়!
কত কথা আসে মনে, দূর স্মৃতি সনে
কেলি যেন যমুনা-জীবনে! যেন কোথা
কে কাঁদে বিজনে, বহে ধারা দু'নয়নে!
উন্মাদিনী পারা, আহা ওরা সকাতরা

কারারে আমার, করুণার তন্ত্রীখানি
বাজাইয়ে দিল, নয়ন সলিলে ভাসি
শান্তি হরে নিল ? শূন্য প্রাণে কাঁদি তাই,
হেরিতে না পাই, পাষাণে গঠিত চিত,
একি রে বালাই, ভাবনায় মগ্ন হ'য়ে
যাই ! কাঁদি, কাঁদি, প্রাণ ভোরে কেঁদেতো না
পাই ! ভাই, ভাই, ক'বে তুই ফিরিবি রে ?
জ্বলন্ত আগুনে জল ক'বে ঢালিবি রে ?
যশোমতি ! আর কি মা ফিরে পাব তোমা ?
ওমা, ওমা, অশ্রুজল ক'বে মুছাবি না ?

(শ্রীকৃষ্ণের গীত।)

শ্রীকৃষ্ণ। আমার শূন্য এ সংসার।
আমি শূন্য বরে এসেছি প্রাণ সে মহামায়ার—
ব্রজে শূন্য প্রাণে আছে সবে শবেরি আকার ॥
যত রতন কহিয়ে মোরে যতন করেছে,
তত কপট মায়ারি মোহে মোহিত রেখেছি,
যত লালনে পালনে প্রাণে মমতা ঢেলেছে,
তত কঠিন হইয়ে বুক পাষাণে বেঁধেছি,
শেষে রাখিয়ে এসেছি হাহাকার।
কেঁদে কাতরে ডেকেছে ফিরে চাহিনি কো আর ॥

(গান করিতে করিতে উদ্ধবের প্রবেশ।)

উদ্ধব। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরে এসেছি কেশব।
সাথে এনেছি সে গোকুলের হাহাকার রব ॥
কেহ দিয়েছে দিরঘ শ্বাস,
কেহ দেছে হা হুতাশ,

কারো বা পেয়েছি শুধু রোদন নিরব।
কারো ক্ষীণ কণ্ঠেরব নিদয় মাধব॥
কেহ পাঠায়েছে আঁখিনীর,
মমতা মথিত ক্ষীর,
বিষাদ ব্যথিত চিত হৃদয় রুধির,—
কি বা পিতা মাতা সখা সখী,
সম দুখে সবে দুঃখী,
উথুলে উঠেছে ব্রজে বিরহ অর্ণব।
তবাশায় নিরাশায় ভেসে যায় সব॥

(শ্রীকৃষ্ণের গীত।)

শ্রীকৃষ্ণ। আজি এ পাষাণ ভাঙিল রে ভাই।
নাহি ঠাঁই জ্বলন জুড়াই,
ভাবে বুঝি-বুঝি আমার মা যশোদা বেঁচে নাই॥
ওরে কাতরে কাঁদিলে পরে, কাঁদিত রে বুকে ধরে,
ক্ষণে হারা ফিরিত মা পাগলিনী পারা;—
আজি এত কাঁদি মা-মা বলে, মা কই করে না কোলে,
করে ধরি দেরে বলে (কোথায় আমার) দুঃখিনী মা'র দেখা পাই।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

(রাধাকুঞ্জ—কাত্যায়নী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা।)

রাধিকা। কাত্যায়নী করমা করুণা! মাগো তোর—
অনাথিনী-অভাগিনী- দুঃখিনী সুতার
সহেনা যে জ্বালা আর ছারখার প্রাণ!
শোকে ক্ষীণ-দীন-জীর্ণ দেহ তরিখানি
আর যে মা বহিতে পারি না! প্রতি অশ্রু
প্রত্যেক নিশ্বাসে, হা হুতাশে হতাশের
বিষাক্ত শোষণে, বক্ষের শোণিতে মাগো
শুখায়েছে ঝলকে ঝলকে! কাঁদিবার
আর শক্তি নাই—ইচ্ছা নাই-আশা নাই
বাসনার ফাঁসি খুলে গেছে! দয়াময়ি—
দিন দে মা, কোল দে মা অকূল পাথারে!
কৃষ্ণ হেন পতি বাম কাজ কি মা প্রাণে?
প্রাণ রেখে কারে দিতে রব? স্বামী-প্রভু-
ইষ্টদেব-পরকাল সাথি, সকলি যে
শ্রীকান্ত আমার! ভিখারিণী করে গেছে
মাগো-জন্মশোধ কাঁদায়ে গিয়েছে চলে,
অনেক কেঁদেছি আর কাঁদিতে পারি না—
অনেক জ্বলেছি আর জ্বালা ত সহেনা—
বড় কষ্টে ডেকেছি মা তোয়—কোল দে মা—
মা'র কোলে লুকায়ে থাকিব—সাথে রব

সর্ব্বাণী গো দাসী হয়ে শ্রীকৈলাসে তোর!
মর্ত্তের এ জ্বালা হ'তে কর মা নিস্তার,
আনন্দময়ের রাজ্যে করিগে বিহার!
ভুলে যাই প্রাণেশের প্রিয়সীপীড়ন,
ভুলে যাই শোক তাপ জ্বালা! কৃষ্ণপতি
দিয়ে ছিলি বৃন্দাবনে ব্রজবালিকায়,
কৃষ্ণপতি পরলোকে দিস্ মা ঈশানী
কৃষ্ণপদাশ্রিতা-মৃতা শুষ্ক লতিকায়!
বল্ মা বল্ মা তারা, নহে মা এখনি
বক্ষোরক্ত যতটুকু আছে বিদারিয়ে
দিব মা চরণে তোর এ জন্মের শোধ!
কথা ক'মা কাত্যায়নী— দেগো মা আশয়
আসন করিয়া মহা-মৃত্যু যোগে বসি,
ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাক্—কায়া কারাগার
ধরায় ফেলিয়ে তোর কোলে গো মিলাই!
আত্মহা পাপের শাস্তি পাইব প্রবোধ—
পাষাণী পূজিতে শ্বাস করিয়াছি রোধ!!

(যোগাসনের উপক্রম)

[সজীব প্রতিমার (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হস্তধারণে) অগ্রসর হওন]

কাত্যায়নী। সম্বর মা শক্তিস্বরূপিণি! মহামায়া
কেন হেন মায়ায় মোহিত? ধর তব
পুরুষ-প্রকৃতি! নিভাও বিরহানল—
প্রেমানল জ্বালহ শ্রীঅঙ্গে পুনঃ মিশি
গোলক আলোক থাক্ ভুলোক বিকাশি!

রাধিকা। (অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কর ধারণ করিয়া)

গীত।

এস এস বঁধু, মধুমাখা মুখে, চোখে চোখে তোমা রাখি।
অনেক দিনের না দেখার শোধ, নিতে চায় দুটি আঁখি ॥

শ্রীকৃষ্ণ। আরত হব না, দুজনে দুঠাঁই, অঙ্গে অঙ্গ হব মেলা।
ক্ষণেকে হারাব, ক্ষণে ফিরে পাব, খেলিব প্রেমেরি খেলা ॥

রাধিকা। বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে, যেখানে পরাণ, সেখানে রাখিয়া থোব ॥
কাল কেশরাশি, নিগড় করিয়া, বাঁধিব পদারবিন্দ্।
কেবা নিতে পারে, নিউক আসিয়া, পাঁজরে কাটিয়া সিঁধ ॥"

(বৃন্দা ও গোপিনীগণের প্রবেশ।)

বৃন্দা (নেপথ্য হইতে কহিতে কহিতে) ও রাজকুমারি, বুক বাঁধ ভাই বুক বাঁধ—তোমার শ্যামসুন্দরকে এই আমরা মা যশোমতীর কোলে দেখে—ওমা এ কি ? এই যে হেথাও হাজির !

গোপিনীগণ। তাই ত ? ওমা একি গো ?

(নেপথ্য হইতে একজন রাখাল দৌড়িয়া বলিতে বলিতে প্রবেশ ও গমন)

রাখাল। ভাই কানাই আমাদের গোঠে এয়েছেন—আমি সব্বাইকে বলিগে গো !

বৃন্দা। ও সুমঙ্গল ! এই যে তোদের ভাই কানাই হেথা।

রাখাল। (ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া) এ্যা— তাই ত ? ভাই-তুই এখুনি আবার হেথায় কেমন ক'রে এলি ? তা হোক্—আমি কিছু বলিগে গো ! (ছুটিয়া প্রস্থান।)

(হঠাৎ পটপরিবর্ত্তন ও সজ্জীভূত নিত্য-
লীলাসনের দৃশ্য প্রকাশ।)

কাত্যায়নী। (শ্রীরাধাকৃষ্ণকে নিত্যলীলাসনে দণ্ডায়মান করাইয়া)

রহ দোঁহে মিলাইয়ে আত্মা কায় মনে।
রহ নৃত্য করিতে এ নিত্যলীলাসনে।
আহা মরি, ওরে, আর কে বলিতে পারে,
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবন ছাড়া ; কে কহিবে
শ্রীহীন গোকুল ? হের চির অভ্যুদয়,
বৃন্দাবন ছাড়া কভু নয়, যে ডাকিবে
সে পাইবে, সাধনের লীলাক্ষেত্র হেথা ;
অসংখ্য সাধক হৃদে একা আত্মময়
অসংখ্য হইয়া রবে অসংখ্য আত্মায় ;—
অসংখ্য তরঙ্গ হৃদে একা দিবাকর
অসংখ্য হইয়া যেন প্রদীপ্ত রহিবে !
ভক্তিময় হবে, ভবে ভক্ত কোলে পাবে,
প্রেমের ভক্তির স্রোত অনাহত র'বে,
ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী অঞ্জলি পূরিয়া
যুগল মিলনে নিত্য অমৃত পিইবে।
নিত্যলীলা মাধবের নিত্যই চলিবে ॥

(গোপিনীগণের নৃত্যগীত)

দাঁড়াল দাঁড়াল বঙ্কিম ঠামে বামে শ্যাম-সোহাগিনী।
ঝলমল চূড়া ঢলিয়া পড়িছে দোলে ফণিনী বেণী।

চূড়া চরণ ছুঁইতে হেলিছে পায়ে. বেণী হেলিছে দুলিছে বাঁধিতে শ্য
শ্যাম নীলকান্তমণি (আমাদের) কাঁচা সোণা কমলিনী ॥
ভাল মিলেছে মিশেছে সেজেছে ভাল,
ওলো কালোতে আলোতে জ্বলেছে আলো;
শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ ঢালি (আমাদের) নিত্যলীলা বিলাসিনী ॥

যবনিকা পতন।